ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-89 ■ 29 December, 2025 ■ আগরতলা ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধে সতর্কতা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর ।। ২০২৫ সালের শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবারের রেডিও ভাষণে তিনি অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কতা জারি করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপ্রয়োজনীয় ও ভুলভাবে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে জীবনরক্ষাকারী এই ওষুধগুলির কার্যকারিতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে এবং সংক্রমণ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নিউমোনিয়া ও মূত্রনালির সংক্রমণ-এর মতো রোগে ব্যবহৃত বহু অ্যান্টিবায়োটিক এখন আগের মতো কার্যকর থাকছে না।

'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে সমাজের কল্যাণসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার একটি "খুব ভালো সুযোগ" বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, যা আমাদের সকলের জন্যই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এই পরিস্থিতিকে "অত্যন্ত উদ্বেগজনক" বলে আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবনের অভ্যাস। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "অ্যান্টিবায়োটিক এমন কোনো ওষুধ নয় যা ইচ্ছেমতো খাওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ গ্রহণ করা উচিত নয়।"

অনেক মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, একটি বড়ি খেলেই সব রোগ সেরে যাবেএমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই কারণেই অ্যান্টিবায়োটিকের উপর নির্ভরশীল রোগ ও সংক্রমণ দিন দিন বাড়ছে।"

দেশবাসীর কাছে দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, নিজের খেয়ালখুশিমতো ওষুধ খাবেন না। বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হওয়া জরুরি। ওষুধের জন্য সঠিক দিশা দরকার এবং অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের প্রয়োজন। এই অভ্যাস আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতিতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।"

২০২৫ সালের শেষ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে দেশের অগ্রগতির নানা গুরুত্বপূর্ণ দিকও তুলে ধরেন। মহাকাশ গবেষণা, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনজাতিদের ভুল দিশা থেকে বের করে প্রকৃত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। দীর্ঘদিন ধরে জনজাতি সমাজকে ভুল দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যার ফলে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। আজ হেজামারার সিমনা মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে ৩২ নম্বর বুথের উদ্যোগে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' শ্রবণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষের সঙ্গে একত্রে 'মন কি বাত' শ্রবণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, রতন ঘোষ সহ বিজেপির জনজাতি মোর্চার নেতৃত্ব বিপিন দেববর্মা ও মঙ্গল দেববর্মা এবং অন্যান্য দলীয় কার্যকর্তারা।

মন কি বাত অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জনজাতি সমাজকে ভুল দিশায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যার ফলে তাদের প্রকৃত উন্নয়ন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হাদি হত্যাকান্ডে সন্দেহভাজনের সহযোগী মেঘালয়ে ধৃত : ঢাকা পুলিশ

সীমান্ত প্রবেশের প্রমাণ নেই, ঢাকা পুলিশের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন : মেঘালয় পুলিশ ও বিএসএফ

নয়াদিল্লী/ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ।। ওসমান হাদি হত্যাকান্ডের চাপ সামলাতে এবং নিজেদের বাঁচাতে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের কাঁধে বন্দুক রেখে ইজ্জত রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাদি হত্যাকান্ডে প্রধান অভিযুক্তের দুই সহযোগীকে মেঘালয় পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে প্রলাপ বকেছে ঢাকা পুলিশ। ঢাকার দাবি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়ে বিএসএফ এবং মেঘালয় পুলিশ এসব প্রতিবেদন মিথ্যা, অপ্রমাণিত এবং সীমান্ত অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করবে বলে নিন্দা জানিয়েছে।

আজ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার এসএন নজরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ফয়সাল করিম মাসুদ এবং আলমগীর শেখ নামের দুই সন্দেহভাজন, হাদি হত্যাকাণ্ডের পর ময়মনসিংহের হলুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে গেছেন। তারা স্থানীয় সহযোগীদের সাহায্যে সীমান্ত পার করেছেন।

নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে জানা গেছে যে, তারা হলুয়াঘাট সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। তারপর তাদের একটি ব্যক্তি পুর্তি স্বাগত জানায় এবং পরে ট্যাক্সি চালক সামি তাদের মেঘালয়ের তুরা শহরে নিয়ে যায়।' তিনি আরও জানান, পুলিশ অনানুষ্ঠানিকভাবে এমন তথ্য পেয়েছে যে, পুর্তি এবং সামি নামক দুই ব্যক্তিকে ইতোমধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আটক করেছে, তবে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ এখনও পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের গ্রেফতার এবং প্রত্যর্পণের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, জানান নজরুল ইসলাম।

ওসমান হাদি ছিলেন বাংলাদেশের একজন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং ভারত এবং আওয়ামী লীগের কঠোর সমালোচক। তিনি গত বছর অনুষ্ঠিত ছাত্র আন্দোলন 'জুলাই বিপ্লব'-এর অন্যতম নেতা ছিলেন, যা শেখ হাসিনা সরকারকে পতনে সাহায্য করেছিল। হাদি পরবর্তীতে "ইনকিলাব মঞ্চ" নামে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় মুখোশধারী বন্দুকধারীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন। তাকে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছয় দিন পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

হাদির হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদকারীরা পত্রিকা অফিস প্রথম আলো এবং দি ডেইলি স্টারের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগঠন চায়ানাত ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর অফিসে আগুন দেয়। এ ছাড়া, ময়মনসিংহে এক হিন্দু কারখানার কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়, যা হাদীর মৃত্যুর পর উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়।

এ-বিষয়ে মেঘালয় পুলিশ সদর দপ্তরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা দাবি করেছেন, হাদি হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্ত ফয়সাল কারিম মাসুদ ও আলামগীর শেখ ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে মেঘালয়ে প্রবেশ করেছে, এমন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ছাড়া বাংলাদেশে শান্তি সম্ভব নয় ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র, চরমপন্থা এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক কঠোর মন্তব্য করেছেন। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি অভিযোগ করেন যে, মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারে চরমপন্থার উত্থান ঘটেছে, সংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং বিচারব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার মতে, অবাধ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। তিনি দাবি করেন, ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলনের অস্থিরতার ঘটনা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে। 'প্রথমে প্রকৃত ছাত্র আন্দোলন শুরু হলেও পরে চরমপন্থীরা সেটি সহিংস বিদ্রোহে রূপান্তরিত করে,' বলেন শেখ হাসিনা। তিনি উল্লেখ করেন, থানা জ্বালিয়ে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় এবং যোগাযোগ পরিকাঠামো ভাঙচুরসহ পরিস্থিতি পুরোপুরি আইনশৃঙ্খলার ভঙ্গনে পরিণত হয়েছিল। 'এটি আর নাগরিক প্রতিবাদ ছিল না, ছিল হিংস্র জনতার তাণ্ডব,' বলেন তিনি।

বাংলাদেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা জানান, এটি তার জন্য এক কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। 'এখন দেশে চরমপন্থার দাপাদাপি,' বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'মানুষ ও নাগরিকদের নিরাপত্তা আমার কাছে সর্বাগ্রে। তাই আরও প্রাণহানি ঠেকাতে এবং আশপাশের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চভূতে বিলীন বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ ডিসেম্বর ।। নিজের হাতে শিলান্যাস করা শ্মশানেই সম্পন্ন হল ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের শেষকৃত্য। রবিবার সকালে শোকস্তব্ধ পরিবেশে ধর্মনগরের অসংখ্য মানুষ শেষবারের মতো প্রিয় জননেতাকে শ্রদ্ধা জানান। এদিন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আজ ধর্মনগরে প্রয়াত ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

গতকাল রাতেই প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের মরদেহ ধর্মনগরস্থিত বাসভবনে পৌছায়। গতকাল রাতেই ধর্মনগরস্থিত বাসভবনে এসে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশী পণ্য বয়কটের দাবিতে আমদানি-রপ্তানিতে বাধা, কৈলাসহরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ ডিসেম্বর ।। *বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রতিক আক্রমণের প্রতিবাদে চলা কর্মসূচির সুযোগ নিয়ে হিন্দু ঐক্য মঞ্চের ব্যানারে কিছু উশৃঙ্খল যুবক মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে ভারত—বাংলাদেশের পণ্য আদান-প্রদান জোরপূর্বক বন্ধ করার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রশাসনের দ্রুত তৎপরতা এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী সংগঠনের হস্তক্ষেপে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।*

ঊনকোটি জেলা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি গৌরাচাঁদ অধিকারী জানান, মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক রয়েছে। কেবলমাত্র ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে একদিন কাজ বন্ধ ছিল। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও আইনের আওতায় পরিচালিত হয়, যা জোরপূর্বক বন্ধ করার কোনো ক্ষমতা ব্যক্তি বা সংগঠনের নেই।

গৌরাচাঁদ অধিকারীর অভিযোগ, ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধের চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের জীবিকা মারাত্মকভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনু ল্যান্ড কাস্টমসে বিএসএফ, কাস্টমস ও পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে কৈলাসহর থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিএসএফ-র গাড়িতে হামলার ঘটনায় এক অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৮ ডিসেম্বর ।। গত নভেম্বর মাসে বিশালগড়ে বিএসএফের একটি গাড়ির উপর হামলার ঘটনায় জড়িত আরও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবিউল হোসেন। তার বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকার দুর্গানগর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পর থেকেই রবিউল হোসেন পলাতক ছিল। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করে।

আজ ধৃতকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় এর আগেও একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পুলিশ আরও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে শোক মুখ্যমন্ত্রীর, সুষ্ঠ তদন্তের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরার ছাত্র এঞ্জেল চাকমার মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে তিনি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আমরা উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই ঘটনার তদন্তে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া নিশ্চিত করছি।" তিনি আরও জানান, "এখন পর্যন্ত এই মামলায় পাঁচজন অভিযুক্তকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চুরি, লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ অর্থ উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ ডিসেম্বর ।। কৈলাসহরে ক্রমবর্ধমান চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে। একের পর এক চুরির ঘটনার মধ্যেই এবার অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ডের ঘটনা সামনে এল। ঘটনাটি ঘটেছে কৈলাসহর পশ্চিম গোবিন্দপুর এলাকায়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকার বাসিন্দা দীপক চক্রবর্তী পেশায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী। তিনি ২০২২ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চলতি মাসের ৬ তারিখ স্ত্রী ও কন্যার উন্নত চিকিৎসার জন্য চেন্নাই যান।

আজ বিকেলে পরিবারসহ বাড়িতে ফিরে এসে তিনি দেখেন বাড়ির মূল দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শহরে ভাড়া বাড়িতে স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। ভাড়া বাড়ি থেকে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম ঈশা ত্রিপুরা(১৭)। সে গার্লস বোধজং স্কুলের ছাত্রী।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঈশা ত্রিপুরা লালবাহাদুর এলাকার চিনু চৌহানের বাড়িতে ভাড়া থাকত। গতকাল রাত থেকে পরিবারের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ হচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ধলাই জেলার ধুমাছড়ায় অবস্থিত তার বাড়ি থেকে বাড়ির মালিককে ফোন করে বিষয়টি খোঁজ নিতে বলা হয়।

বাড়ির মালিক ঘরে গিয়ে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পশু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে বেআইনিভাবে চিকিৎসা, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ডিসেম্বর ।। মাধ্যমিক পাস না করেও, কোনও স্বীকৃত পশু চিকিৎসা ডিগ্রি না থাকলেওশুধু হাসপাতালের আশপাশে নিয়মিত যাতায়াত করলেই কি নিজেকে 'পশু চিকিৎসক' দাবি করা যায়? তেলিয়ামুড়া এলাকায় এমনই এক বিস্ফোরক অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ আজ পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসন।

অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া এলাকায় মিঠুন দাস নামে এক ব্যক্তি পশু চিকিৎসকের পরিচয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছে রয়েছে ইনজেকশন, স্যালাইন, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,২৯ ডিসেম্বর,২০২৫ ইং
১৩ পৌষ , সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মাওবাদী মুক্ত করিবার লক্ষ্যমাত্রা

দেশকে মাওবাদী মুক্ত করিবার লক্ষ্যমাত্রা বাধিয়া দিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্যমাত্রার ফেট্টি মাথায় বাধিয়া লাল সন্ত্রাসকে সমূলে বিনাশ করিতে মাঠে নামিয়াছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাফল্যও আসিয়াছে। এবার সেই সাফল্যের খতিয়ান তুলিয়া ধরিল শাহের মন্ত্রক। যেখানে দেখা যাইতেছে , গত ১০ বছরে যৌথবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হইয়াছে ১৮৬১ জন মাওবাদী নেতা ও কর্মী। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ১৬৩৩৬।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানাইয়া দিয়াছেন আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মুছিয়া দেওয়া হইবে মাওবাদকে। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, মহারাষ্ট্রের মাওবাদী বেল্টকে তছনছ করিতে মাঠে নামে বাহিনী। লাগাতার অভিযানের জেরে শুধুমাত্র ২০২৫ সালের এখনও পর্যন্ত দেশে ৩৩৫ জন মাওবাদীর মৃত্যু হইয়াছে। গত ১০ বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা সর্বাধিক। বেপরোয়া এই অভিযান ভয় ধরাইয়াছে মাওবাদীদের মনে। ফলে আত্মসমর্পণেরও ঢল নামিয়াছে। এবছর এখনও পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ২১৬৭ জন মাওবাদী। যা সর্বকালীন রেকর্ড। রিপোর্টে আরও দাবি করা হইয়াছে, গত ১০ বছরে বিভিন্ন রাজ্যে মোট আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীর সংখ্যা ৯৫৮৮।শুধু তাই নয়, দ্রুত কমিতে শুরু করিয়াছে মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা। চলতি মাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই সংসদে জানাইয়াছিলেন, এই মুহূর্তে ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের সুকমা, বিজাপুর এবং নারায়ণপুর এই তিন জেলা 'অতি উপদ্রুত'। গোটা দেশে মোট মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা ১১টি। হিসেব তুলিয়া ধরিয়া মন্ত্রী আরও জানান, ২০১৮ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ১২৬। ২০২১ সালে তাহা কমিয়া দাঁড়ায় ৯০, ২০২৪ সালে ৭০ এবং ২০২৫ সালের এপ্রিলে ৩৮ থেকে অক্টোবরে তা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১তে।লাগাতার অভিযানে মৃত্যু হইয়াছে মাওবাদী সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু, পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র রেড্ডি ওরফে চলপতি, তাঁর স্ত্রী রবি ভেঙ্কাটা লক্ষ্মী চৈতন্য ওরফে অরুণা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুধাকর, টেক শঙ্কর, মাওবাদী গেরিলা বাহিনী পিএলজিএ-র প্রধান মাধবী হিডমা। একের পর এক শীর্ষ নেতা নেত্রীর মৃত্যু মাওবাদীদের সংগঠনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। মাওবাদীদের রেড করিডোরে সক্রিয় মাওবাদীর সংখ্যা কমিয়া নামিয়া আসিয়াছে দুশো তে। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালের তুলনায় ৮১ শতাংশ কমিয়া গিয়াছে মাওবাদী হামলার ঘটনা।মাওবাদী সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়িবার লক্ষ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর জাতীয় লক্ষ্য। এটি কেবল সামরিক শক্তি দিয়ে সম্ভব নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন বহুমুখী পদক্ষেপ। ভারতের মতো দেশে মাওবাদী বা বামপন্থী চরমপন্থা মোকাবিলায় সরকার বর্তমানে ''জিরো টলারেন্স'' নীতি গ্রহণ করিয়াছে।মাওবাদী আন্দোলনের মূলে থাকে অনুন্নয়ন ও বঞ্চনা। তাই সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি উন্নয়নের জোয়ার আনা জরুরি।

দুর্গম এলাকায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ এবং মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা যাতে প্রশাসনের নজরদারি ও যোগাযোগ সহজ হয়।আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে স্কুল ও হাসপাতাল তৈরি করা।

স্থানীয় যুবকদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাহাতে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া অস্ত্র হাতে তুলিয়া না নেয়। মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সমন্বিত অভিযান। প্রযুক্তি ও স্থানীয় সোর্স ব্যবহার করিয়া আগাম তথ্য সংগ্রহ করা।যারা অস্ত্র ছাড়িয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিতে চায়, তাহাদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন প্যাকেজ ও আইনি শিথিলতা প্রদান করা।সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার অভাবই মাওবাদীদের টিকিয়া থাকিবার রসদ যোগায়। জল, জঙ্গল ও জমির ওপর আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করা। স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতির অবসান ঘটানো। মাওবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রচার করা। স্কুল-কলেজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাহাতে তরুণ প্রজন্ম মাওবাদী প্রচারণার ফাঁদে না পড়ে। গত এক দশকে ভারতে মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হইলো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস সম্পূর্ণ নির্মূল করা।

মথা ও আইপিএফটি ছেড়ে বিজেপিতে একঝাঁক নেতৃত্বের যোগদান

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর :মথা ও আইপিএফটি ছেড়ে একঝাঁক নেতৃত্ব আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করলেন। আগরতলার বিজেপির প্রদেশ অফিস কুশাভাউ ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই যোগদান কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, অফিস সম্পাদক মিহির সরকার, প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকারযিনি প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতিচারণ করেনএবং বিজেপির সদর গ্রামীণ জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

নতুন সদস্যদের দলে স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজের নানা স্তর থেকে মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীল শাসনের জন্যই এই যোগদান বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিন মথা ও আইপিএফটি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বাপী রূপিণী, মণিমালা দেববর্মা, সুমিতি দেববর্মা, প্রভারানি দেববর্মা, বুধিরাম দেববর্মা প্রমুখ। মান্দাই ও সিমনা এলাকা থেকে এই নেতৃত্বরা বিজেপিতে শামিল হন। পাশাপাশি ৭২টি পরিবারের মোট ২৪৬ জন ভোটার এদিন বিজেপিতে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে নবাগত নেতৃত্ব ও কর্মীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বের আশা, এই যোগদানের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দলের সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত হবে।

রুদ্ধ নজরুল ! নিষিদ্ধ নজরুল

রুদ্ধ নজরুল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই, কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যেই অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় যে তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।' জীবনের একটা সময় পর্যন্ত নজরুল প্রচন্ড রকমের 'জ্যান্ত মানুষ' ছিলেন। তাঁর লেখা পড়লেই যে কোন পাঠক সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারেন। এরপর তো ৩৪ বছর কাটিয়েছেন নির্বাক-নিস্পন্দ হয়ে। লেখালেখির জন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে জেল পর্যন্তও খাটতে হয়েছে। এর আগে যদিও বাংলা সাহিত্যে অনেকেই সরকারের রোষানলে পড়েছেন, দণ্ডিতও হয়েছেন। এক্ষেত্রে মুকুন্দ দাসের নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু নজরুলের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেননি কেউ। নজরুলকে কারারুদ্ধ করা হলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সারা দেশ। সব মিলিয়ে পঁচিশ বছরের মতো লেখালেখি করতে পেরেছিলেন নজরুল। যদিও জীবিত ছিলেন সাতাত্তর বছর। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তেতাল্লিশ বছর বয়সেই থেমে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এই অল্প সময়েই বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্ব সাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন তিনি।

কবিকে জেলে যেতে হয়েছিল তাঁর সম্পাদিত 'ধুমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য। প্রথমটি নিজের লেখা, অন্যটি এগারো বছর বয়সী এক বালিকার। নাম লীলা মিত্র, নজরুলের খুব ঘনিষ্ঠজন অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্রের ছোটো বোন। লেখা দু'টি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের নজরুল সম্পাদিত 'ধুমকেতু' পত্রিকায়। তখন নজরুলের বয়স মাত্র তেইশ। রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দ-বিধির ১২৪/এ ধারায় এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল কবিকে। পুলিশ তাঁকে ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে।

কবির বিরুদ্ধে কবি!

কবি নির্মলেন্দু গুণ এক কবিতায় লিখেছিলেন, 'তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ, কবির বিরুদ্ধে কবি'। নজরুলের কারাদণ্ডের ব্যাপারে সত্যি সত্যিই কবির বিরুদ্ধে কবি দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতার তৎকালীন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট 'সুইন হো'র আদালতে কবির বিচার হয়। বিচারক 'সুইন হো'ও ছিলেন একজন কবি। জানা যায়, তাঁর নামে কলকাতায় একটি সড়কও আছে। বিচারক কবি রাজদ্রোহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে বিদ্রোহী কবি নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন।

রাজবন্দির জবানবন্দি আদালতে নজরুল যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নামে বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে এবং হয়ে উঠেছে ন্যায়ের পক্ষে চিরকালের অমিয় বাণী। নজরুল বলেছিলেন, 'একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আরেকজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড, রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তার লক্ষ্য স্বার্থ, আমার পক্ষে যিনি, তার লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ..., রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র'। কবির কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর বাণী সীমাহারা সমুদ্র হয়ে আছে-যার আলোড়নে আমরা আন্দোলিত হই প্রতি মুহূর্তে। কবি যখন জানতে পারলেন তাঁর বিচারকও একজন কবি, হয়তো কিছুটা আশাবাদী হয়েছিলেন ন্যাবিচারে, কিন্তু সংশয়ও ছিল অনেক বেশি। তাই তিনি বলেছিলেন, 'শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকটে। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-ঊষার, নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে, তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন, তাই আমাদের উভয়ের অস্ততারা আর উদয় তারার মিলন হবে কি না, বলতে পারি না...'।

শেষ পর্যন্ত কবির শংকাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছিলেন বিচারক কবি। বিচারাধীন থাকার সময় কবিকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়েছিল। দণ্ডিত হওয়ার পর তাঁকে প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। 'ইয়েস আওয়ার গ্রেটেস্ট পয়েট নেক্সট টু ট্যাগোর' নজরুল যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এ ঘটনার এক অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখায়।

তিনি লিখেছেন, 'আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গপত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়ল লোহার গারদগুলোর ওপর। বন্দির প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে ইউরোপীয় ওয়ার্ডার কারণ জানতে চাইলে আমি বললাম, 'পোয়েট ট্যাগোর ওকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন।' সাহেব আমার ইংরেজির ভুল ধরে বললেন, 'ইউ মিন প্রেজেনটেড?' আমি জোর দিয়ে বললাম, 'নো, ডেডিকেটেড'। সাহেবের মুখ বিস্ময়াভিভূত-'ইউ মিন দি কনভিক্ট ইজ সাচ অ্যান ইম্পরট্যান্ট পারসন?' আমি বললাম, 'ইয়েস আওয়ার গ্রেটেস্ট পয়েট নেক্সট টু ট্যাগোর।'

বয়সে নজরুল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ৩৮ বছরের ছোট। ১৯১৩ সালে বিশ্বকবি যখন নোবেল পুরস্কার পান তখন নজরুল মাত্র ১৪ বছরের কিশোর। ১৯২২ সালে বিশ্বকবি কারাবন্দি নজরুলকে যখন 'বসন্ত' নাটিকাটি উৎসর্গ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩। আমাদের এ যুগেও কোনো প্রবীণ কবি ওই বয়সের একজন নবীন কবিকে তার বই উৎসর্গ করতেন কি না সন্দেহ! রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অসামান্য প্রতিভা স্বীকার করার ক্ষেত্রে যে ঔদার্য দেখান তার কোনো তুলনা নেই। বন্দি নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বই উৎসর্গ করেছেন এ ঘটনা বিদ্রোহী কবিকে উদ্বেলিত করেছিল দারুণভাবে। এটি ছিল তার কাছে মহান কিছু অর্জন। তবে নজরুলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বাৎসল্য প্রদর্শনের শুরু আরও আগে থেকেই। ১৯২২ সালে প্রকাশনার শুরু থেকেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু' সম্বোধন করে আশীর্বাণী হিসেবে আট লাইনের একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন-'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু/দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।/অলক্ষণের তিলক রেখা/রাতের ভালে হোক না লেখা/ জাগিয়ে দেরে চমক মেরে/আছে যারা অর্ধচেতন।'

কারাগারে নজরুলের অনশন কিছুদিন পর নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলে নেওয়া হয়। হুগলি জেলে থাকাকালীন জেলের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও নিপীড়নের প্রতিবাদে কবি অনশন শুরু করেন। নজরুলের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সভা করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নজরুলের দাবি মেনে নেওয়ার জন্যে ১৯২৩ সালের ২১ মে কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্র লাল বাগচী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা থেকে বলা হয়েছিল, 'নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।' 'গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস ইউ' রবীন্দ্রনাথ তখন শিলঙে। সেখান থেকে শুনলেন নজরুল জেলখানায় বিভিন্ন দাবিতে অনশন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হলেন অত্যন্ত স্নেহের নজরুলের জন্যে। সেখান থেকেই টেলিগ্রাম পাঠালেন জেলখানায় 'গিভ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস ইউ (অনশন ত্যাগ কর। আমাদের সাহিত্য তোমায় দাবী করে।)'

নজরুলের অনশনের খবর সারাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। চিন্তিত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মানুষ। নানা সভা-সমিতি ও পত্রপত্রিকায় এসব প্রকাশ হতে থাকে। ১৯২৩ সালের ১৬ মে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বিশেষ সম্পাদকীয় লিখে এ বিষয়ে। অবশেষে নজরুলের অনশন ভাঙালেন বিরজাসুন্দরী দেবী অনশনে নজরুল দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং শরীর দ্রুত খারাপ হতে থাকে। কিন্তু নজরুল তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কারো অনুরোধ উপরোধে ভ্রুক্ষেপ করেন না তিনি। শেষে মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী (প্রমীলা'র কাকীমা)- নজরুল যাকে 'মা' বলে ডাকতেন, তিনি ছুটে এলেন কুমিল্লা থেকে। ছেলের এমন অবস্থায় কোনও মা-ই স্থির থাকতে পারেন না। ছেলে অভুক্ত থাকলে মায়ের মুখে খাবার রোচে কী করে? তাই নজরুলের অনশনের খবর শোনার পর থেকে তিনিও অনশন শুরু করেছিলেন। তেরো দিন অনশনের পর একজন ছেলেকে রাজী করিয়ে ছুটে এলেন হুগলি। জেলে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেতে দেরী হলো না। তাঁকে দেখে সবিস্ময়ে নজরুল বলে উঠলেন 'এ কী! মা তুমি?' দেখা হতেই অনশন ভাঙার আদেশ করলেন তিনি। কিন্তু নজরুল রাজী হলেন না। বিরজাসুন্দরী দেবী তখন বললেন,

'তোমার জন্য আমি তেরো দিন উপোস করে আছি। সারাটা পথ নুনজল ছাড়া কিছুই খাইনি। অনাহারে আমি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকার সামর্থ্যও আমার নেই। তুমি যদি মর, তার আগেই আমি মরব। আত্মঘাতী হবার আগে তুমি মাতৃহন্তা হবে।'

নজরুল আর অনড় থাকতে পারলেন না। অবশেষে ১৯২৩ সালের ২২ মে বিরজাসুন্দরী দেবীর হাত থেকে এক গ্লাস লেবুর জল খেয়ে ঊনচল্লিশ দিনের অনশন ভাঙলেন নজরুল। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এর আগে একবার নজরুলের ছয়মাসের কারাদ- হয়েছিল 'প্রলয় শিখা' কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ হওয়ার সময়। হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ায় সেইবার আর জেল খাটতে হয়নি কবিকে।

নিষিদ্ধ নজরুল! প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্য জগতে ঝড়ো হাওয়ার মতো উপস্থিত হয়েছিলেন নজরুল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে তখন শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন। এই সময়েই নজরুল এলেন বিদ্রোহের বাণী নিয়ে। ব্রিটিশ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে নজরুলের লেখা হয়ে উঠল ক্ষুরধার তরবারির মতো। তাই তাঁর কণ্ঠকে বারবার থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে, তাঁকে কারাগারে নিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করেছে তাঁর লেখা। কিন্তু তবুও থামাতে পারেনি তাঁকে। অসুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মতো করেই 'রণতূর্য্য' চালিয়ে গিয়েছেন তিনি।

নজরুলের নিষিদ্ধ হওয়া বইসমূহঃ ১. যুগবাণীঃ কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম নিষিদ্ধ বই 'যুগবাণী'। ১৯২২ সালে তৎকালীন সরকার ফৌজদারি বিধির ৯৯/এ ধারা অনুযায়ী বইটি বাজেয়াপ্ত করে। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বার্মা সরকারও যুগপৎ গ্যাজেটের মাধ্যমে যুগবাণী নিষিদ্ধ করে। বাংলা সরকারের নিষিদ্ধ করার গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও নম্বর যথাক্রমে ২২ নভেম্বর, ১৯২২ এবং ১৬৬৬১পি। নবযুগ পত্রিকায় লেখা নজরুলের কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন হলো 'যুগবাণী'। ২. বিষের বাঁশি ও ভাঙার গানঃ 'যুগবাণী'র পর নজরুলের দুটি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯২৪ সালে- 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান'। এ দুটি বইও ফৌজদারি কার্য্যবিধির ৯৯/এ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বইটি সম্পর্কে তৎকালীন নামী পত্রিকা 'প্রবাসী' লিখেছিল 'কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ের প্রচন্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।' বিষের বাঁশি বাজেয়াপ্ত আদেশ পরাধীনকালেই উঠে যায়। ১৯৪৫ সালে বাংলা সরকার বিজ্ঞপ্তির মধ্য দিয়ে 'বিষের বাঁশি'র বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। তবে 'ভাঙার গান'র ক্ষেত্রে তা হয়নি। ৩. প্রলয় শিখাঃ 'প্রলয় শিখা' বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩১ সালে। যদিও এ সংশ্লিষ্ট সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ১২৪/এ এবং ১৫৩/এ ধারা অনুযায়ী বইটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। এটির বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছিল ভারত বিভাগের পর, ১৯৪৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। উল্লেখ্য. এই বইটি নিয়ে মামলায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নজরুলকে ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছিল। উচ্চ আদালতে আপিল করার কারণে এ সময় কবিকে আর কারাগারে যেতে হয়নি। তবে কবির মুক্তির ব্যাপারে গান্ধী-আরউইন চুক্তিরও একটা প্রভাব ছিল। 'প্রলয় শিখা' নজরুলের একটি কাব্যগ্রন্থ।

৪. চন্দ্রবিন্দুঃ 'প্রলয় শিখা'র পরপরই ১৯৩১ সালের ১৪ অক্টোবর বাজেয়াপ্ত করা হয় নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যগ্রন্থ। এটির বেশিরভাগ লেখা ছিল মূলত তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির অসংগতির প্রতি বিদ্রুপাত্মক। এই বইয়ের কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে কবি এটিও বলেছেন যে, ইংরেজের সাথে আপোষ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কিংবা ভারতের স্বাধীনতা, কোনোটাই সম্ভব নয়। 'চন্দ্রবিন্দু'র বাজেয়াপ্ত আদেশ ১৯৪৫ সালের ৩০ নভেম্বর প্রত্যাহৃত হয়।

জানা যায়, অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফণীমনসা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল- নজরুলের এই পাঁচটি গ্রন্থও নিষিদ্ধ করার সুপারিশ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। উল্লেখ্য পাঁচটি গ্রন্থ ছাড়াও নজরুলের অসংখ্য লেখা ও বই ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েছিল। যদিও নজরুল গবেষক ড. সুশীল কুমার গুপ্ত 'নজরুল চরিত মানস' গ্রন্থে দাবি করেছেন, 'অগ্নিবীণা' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। কিন্তু নজরুলের নিষিদ্ধ বই নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন শিশির কর। তিনি এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। তবে 'অগ্নিবীণা' নিষিদ্ধ না হলেও পুলিশ যখনই যেখানে এ বই পেয়েছে, তখনই তা জব্দ করেছে। বংশীধর বন্দোপাধ্যায় নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী জানিয়েছেন, একবার তিনি 'অগ্নিবীণা' বই সাথে নিয়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। পুলিশ সেই সময় তাঁকে ধরে থানায় নিয়ে যায় এবং বইটি কেড়ে রেখে দেয়।

নজরুলের নিষিদ্ধ বই নিয়ে আইনসভায় আলোচনা এবং তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াঃ নজরুলের বইগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সভা-সমিতির পাশাপাশি বঙ্গীয় আইনসভাতেও এ ব্যাপারে জোর দাবি উঠেছিল। আইনসভার কার্য্য বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৯৩০ সালের ১১ আগস্ট 'বিষের বাঁশি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানান মৌলবী মোঃ ফজলুল্লাহ। এর কয়েক বছর পর, নজরুলের বইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জোর দাবি তোলেন হুমায়ুন কবির। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগের ফাইলে দেখা যায়, আইনসভার অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য হুমায়ুন কবির কয়েকটি প্রশ্নের নোটিশ দেন। নিম্নে প্রশ্ন ও প্রশ্নের আলোকে প্রদত্ত উত্তর উল্লেখ করা হলোঃ ক) কাজী নজরুল ইসলামের বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু ও যুগবাণী বইগুলি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে কি না স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অনুগ্রহ করে কি জানাবেন? উত্তরঃ হ্যাঁ, বইগুলি দেশদ্রোহাত্মক বলে সরকার বিবেচনা করে। খ) দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সরকার কি ওই বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহারের কথা ভাবছেন? উত্তরঃ না। কারণ শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেশে গণবিদ্রোহ ও সামাজিক বিপ্লব সংগঠনের ইচ্ছা এবং সাংবিধানিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথ পরিহারের কথা ঘোষণা করেছেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বেঙ্গল কাউন্সিলে ১৯৩৯ সালের ১০ মার্চ হুমায়ুন কবিরকে জবাব দেন যে, নজরুলের বইগুলোর উপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হবে না। যদিও বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছিলেন হুমায়ুন কবির, কিন্তু প্রশ্নোত্তরের দিন তাঁর হয়ে প্রশ্নগুলো করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্টের সরকারি এ নোটে লিখা হয়, 'এই বইগুলি এখনো আপত্তিকর বলে বিবেচনা করা হয় এবং বর্তমানের এই জরুরি অবস্থায় ওইসব বই থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।' যদিও কবির জীবিত অবস্থায়ই তাঁর সবকটি বই থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিল, কিন্তু কবি তা জানতে পারেননি। কারণ ১৯৪১ সালের পর থেকেই কবি ক্রমশ অসুস্থ হতে থাকেন এবং ১৯৪২ সালে এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর আর সম্বিত ফিরে পাননি তিনি। তাই তাঁর প্রিয় কাব্যগ্রন্থ ও নিবন্ধের বইটি থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যারিত হলেও তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া আর কখনোই আমরা জানতে পারিনি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলোকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন দিয়ে সংসদীয় ধারার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রদেশে গঠন করা হয় ব্যবস্থাপক সভা। এই আইনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হয় ১৯৩৭ সালে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ মিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হন এ কে ফজলুল হক এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। নজরুলের কারারুদ্ধ হওয়া এবং তাঁর বই বাজেয়াপ্ত করার আলোকে তৎকালীন সরকারের মনোভঙ্গিটি ভালোভাবেই বোঝা যায়। এর সাথে এটিও বুঝতে হবে যে, সরকারে বাঙালী প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও নজরুলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন হেরফের হয়নি। এটিই শাসকের দৃষ্টিভঙ্গি। নজরুল যেমন তাঁর ভূমিকাটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং পালনও করেছিলেন যথাযথভাবেই, শাসকও তাঁকে ঠিকই চিনেছিল। সময়ের প্রেক্ষাপটেই দায় জন্মায় একজন সাহিত্যিকের এবং প্রকৃত সাহিত্যিক সেই দায়কে পাশ কাটিয়ে চলে যান না, বরং মুখোমুখি হন ন্যায় ও সত্যের সবটা শক্তি নিয়ে। তাই তাঁরা হয়ে উঠেন সময়দ্রষ্টা-কালস্রষ্টা এবং মানুষের সকল মুক্তির সংগ্রামে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকেন যুগ থেকে যুগান্তরে। নজরুলও আছেন এবং থাকবেন জীবন্ত হয়েই।

সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথাঃ মুজফফর আহমদ।
২. নিষিদ্ধ নজরুলঃ শিশির কর।
৩. কাজী নজরুল ইসলাম ও আমার মামাবাড়িঃ সুজাতা সেনগুপ্ত।
৪. নজরুল- জীবনীঃ অরুণকুমার বসু।

লেখক : স্বপন পাল, প্রাবন্ধিক ও উন্নয়নকর্মী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

28-12-25.pmd 1 28-12-2025, 23:53

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা রেফার এসোর উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়।

মেঘালয় পুলিশ ও বিএসএফ-এর তীব্র প্রতিবাদ বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যমের দাবি ভিত্তিহীন, সীমান্তে প্রবেশের কোনো প্রমাণ নেই

নয়াদিল্লী, ২৮ ডিসেম্বর: মেঘালয় পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনের নিন্দা জানিয়েছে, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে বাংলাদেশী ছাত্রনেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের দুই অভিযুক্ত ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করে মেঘালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানান, এসব প্রতিবেদন মিথ্যা, অপ্রমাণিত এবং সীমান্ত অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

মেঘালয় পুলিশ সদর দপ্তরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা দাবি করেছেন, হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্ত ফয়সাল কারিম মাসুদ ও আলামগীর শেখ ভারতের ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে মেঘালয়ে প্রবেশ করেছে, এমন কোনো সত্যতা নেই।

তিনি বলেন, 'এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবাস্তব। বাংলাদেশ পুলিশ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আসেনি। প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ করা দু'জন অভিযুক্ত মেঘালয়ের গারো হিলসে পাওয়া যায়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়নি,' সংবাদ মাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি জানান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগ করা হয়েছিল যে মেঘালয়ে স্থানীয় সহায়করা দুই সন্দেহভাজনকে সাহায্য করেছিল।

তাদের মধ্যে পুতি নামের একজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি সীমান্ত পার করার পর তাদের গ্রহণ করেছিলেন এবং স্যামি নামে এক ট্যাক্সি চালক তাদের তুরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, এসব দাবি ভিত্তিহীন।

'পুতি বা স্যামি কোনোভাবেই মেঘালয়ে চিহ্নিত, অনুসন্ধান বা গ্রেফতার হয়নি। এসব তথ্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে,' পুলিশ কর্মকর্তা বলেন।

এমনই দাবি করেছেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী-এর মেঘালয় ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ওপি উপাধ্যায়। তিনি জানান, হালুয়াঘাট সেক্টর থেকে মেঘালয়ে প্রবেশের কোনো প্রমাণ নেই।

'এই ব্যক্তিদের ভারতের সীমান্ত পার করার কোনো রেকর্ড বা কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিএসএফ এ ধরনের কোনো ঘটনা সনাক্ত বা রিপোর্ট করেনি। এসব দাবি ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর,' উপাধ্যায় বলেন।

তিনি আরও যোগ করেন, 'বিএসএফ শুধুমাত্র প্রমাণিত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে এবং আমাদের সীমান্ত পরিচালনা প্রোটোকল অনুসরণ করে।'

নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানান, পূর্বেও এমন মিথ্যা খবর এসেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে, বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে বিএসএফ সদস্যরা দুই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে, তবে তা পরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছিল।

বর্তমান অভিযোগ অস্বীকার করার পরও, মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে যে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যা একটি সাধারণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সক্রিয় করা হয়েছে এবং বিএসএফ-এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে সীমান্তের পথগুলো অপরাধী উপাদান দ্বারা অপব্যবহৃত না হয়।

'বাড়ানো নিরাপত্তা এক ধরনের সাধারণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, এবং এটি মিথ্যা দাবির নিশ্চয়তা হিসেবে ভুলভাবে না ধরা হয়,' পুলিশ কর্মকর্তা বলেন।

মেঘালয় পুলিশ ও বিএসএফ উভয়ই জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তবে একমাত্র যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, অপ্রমাণিত তথ্য কখনোই বাস্তবতার বিকল্প হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে শেয়ার করলেন তাঁর চিন্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের জন্য ২০২৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন, 'ভারত এই বছর জাতীয় নিরাপত্তা, খেলা, বিজ্ঞান, এবং বিশ্বের বৃহত্তম মঞ্চে নিজেদের শক্তিশালী ছাপ ফেলেছে।'

তিনি উল্লেখ করেন যে ''অপারেশন সিন্দুর'' ২০২৫ সালের গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং পুরো বিশ্বের সামনে প্রমাণিত হয়েছে যে আজকের ভারত তার নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ছাড় দেয় না।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ''বন্দে মাতরম'' এর ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রশংসা করেছেন এবং বন্দেমাতরম১৫০ হ্যাশট্যাগের মাধ্যমে তাদের বার্তা এবং পরামর্শ পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া, তিনি ২০২৫ সালে ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের সাফল্যও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে, মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জিতেছে এবং অন্ধ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতে ভারতীয় মেয়েরা ইতিহাস রচনা করেছে।'

এ বছর ভারতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যেমন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছেন।

এছাড়া, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে ভারত আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি চিতার সংখ্যা ৩০টির বেশি হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য এটি গর্বের বিষয়।'

২০২৫ সালের শুরুতে প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ মেলা এবং বছরের শেষের দিকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও দেশবাসীকে গর্বিত করেছে, এমন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি দেশবাসীকে স্বদেশী পণ্য কেনার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং জানান যে, ভারত ২০২৬ সালের জন্য নতুন আশা ও সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে ২০২৬ সাল ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তরুণ প্রজন্মের শক্তি ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'বিশ্ব আজ ভারতকে নতুন আশায় দেখছে এবং এর পেছনে রয়েছে আমাদের তরুণেরা।'

তিনি জানান যে, আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ''জাতীয় যুব দিবস'' পালিত হবে, যেখানে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি আরও জানান যে, ''স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন'' এ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের আইডিয়া এবং উদ্ভাবনীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন সরকারি বিভাগে ২৭০টিরও বেশি সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী ভারতীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।' তিনি বিশেষ করে দুবাইতে কন্নড় ভাষার পাঠশালার উদাহরণ দেন, যেখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কন্নড় শিখছেন।

এছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট উদ্যোগগুলি বড় সফলতায় পরিণত হয়েছে, যেমন মণিপুরের সোলার প্যানেল উদ্যোগ, আন্ধ্রপ্রদেশের নার্সপুরমের লেস শিল্পের সম্প্রসারণ, এবং কচ্ছের রণ মহোৎসবের আয়োজন, যা হাজার হাজার দর্শক আকর্ষণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আবারও দেশের জনগণকে সুস্থ ও ফিট থাকার আহ্বান জানিয়ে ''ফিট ইন্ডিয়া'' প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করেছেন। তিনি শীতকালে নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেন।

এই ''মন কি বাত'' বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের বিভিন্ন সাফল্য, সংস্কৃতি, এবং নতুন উদ্যোগের প্রতি তাঁর সমর্থন ও প্রেরণা প্রকাশ করেছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০-এর বেশি পাকিস্তানি সন্ত্রাসী সক্রিয়, শীতকালীন অভিযান জোরদার করেছে সেনা: গোয়েন্দা সতর্কতা

শ্রীনগর, ২৮ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে এই শীতে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির খবর পাওয়া গেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, জম্মু অঞ্চলে ৩০টিরও বেশি পাকিস্তানি সন্ত্রাসী সক্রিয় রয়েছেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনী শীতকালে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং তাদের প্রতিরোধে অভিযান জোরদার করেছে।

গোয়েন্দা এবং প্রতিরক্ষা সূত্রে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিনের অভিযানের চাপের মধ্যে থেকে কিশতওয়ার ও দোড়ার উচ্চতর এবং মধ্যম পাহাড়ি অঞ্চলে চলে গেছে, যেখানে জনবসতি কম। শীতকালীন মৌসুমে সাধারণত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কমে যায়, তবে সেনাবাহিনী এ বছরের চিলি কালান (শীতের সবচেয়ে কঠিন ৪০ দিনের সময়সীমা) শুরু হওয়ার পর থেকেই উচ্চতর এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

সেনাবাহিনী এই শীতে বরফ ঢাকা অঞ্চল এবং উচ্চতা অঞ্চলে তাদের অভিযানের পরিসর সম্প্রসারণ করেছে, যাতে সন্ত্রাসীরা আবহাওয়ার সুবিধা নিতে না পারে। শীতকালীন ঘাঁটি এবং অস্থায়ী নজরদারি পোস্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সন্ত্রাসী আস্তানা লক্ষ্য করে চাপ বজায় রাখতে সাহায্য করছে।সেনার প্যাট্রোলগুলি নিয়মিতভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের রিজলাইন, বন এবং দুর্গম উপত্যকায় অভিযান চালাচ্ছে, যাতে সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া না যায়। কর্মকর্তারা বলেন, এ পদক্ষেপের লক্ষ্য সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে কঠিন ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ করা, তাদের সরবরাহ লাইনগুলি বিঘ্নিত করা এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় তাদের চলাচল রোধ করা। এছাড়া, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ, বিশেষ অপারেশন গ্রুপ, বন রক্ষী এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা রক্ষীদের সাথে সমন্বয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে সন্ত্রাসী চলাচল চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট অভিযান পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

সুরক্ষা সংস্থাগুলি মনে করছে যে, স্থানীয় সমর্থন কমে যাওয়া এবং নিচু এলাকায় তীক্ষ্ণ সতর্কতা বেড়ে যাওয়ায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে একাকীভাবে কাজ করতে হচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, এসব গোষ্ঠী স্থানীয়দের কাছ থেকে খাবার এবং আশ্রয় চাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সীমিত সফলতা পেয়েছে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শীতকালীন যুদ্ধ ইউনিটগুলো সংবেদনশীল এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে, যা ড্রোন, থার্মাল ইমেজার এবং গ্রাউন্ড সেন্সর দ্বারা সমর্থিত, যাতে বরফাচ্ছন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চলাচল ট্র্যাক করা যায়। নজরদারি এবং অনুসন্ধান অভিযান একটি চলমান চক্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যাতে সাফ করা এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণে থাকে। কর্মকর্তারা বলেন, এই শীতকালীন অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাকি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর উৎখাত করা এবং তাদের পুনঃসংগঠিত হওয়া রোধ করা, যাতে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো জম্মু ও কাশ্মীরে শীতের প্রাকৃতিক পরিস্থিতিকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে।

২০২৬ আসাম বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে, সর্বানন্দ সোনোয়াল বিজেপি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং অন্তর্দন্দ্ব থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানান

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: আসাম বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে, কেন্দ্রীয় শিপিং মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি দলের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার এবং অন্তর্দন্দ্ব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী ভোটাধিকার নিশ্চিত করা যায়।

বিজেপির আসাম রাজ্য কার্যনির্বাহী সভায় সোনোয়াল বলেন, "আমরা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে এক শক্তিশালী অবস্থান থেকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে সবাইকে আত্মসংযত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।"

তিনি দলের সদস্যদের মনে করিয়ে দেন, "জনগণ আমাদের সাথে আছে, কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের দলের ভিতরে কোনো অন্তর্দন্দ্ব না হয়।" সোনোয়াল বলেন, বিজেপির আসাম রাজ্যে উত্থান পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের শাসনের তুলনায় এক বড় পরিবর্তন। "প্রায় ৬০ বছর ধরে আসাম এবং উত্তর-পূর্বের জনগণ শান্তি, উন্নয়ন এবং মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন এই অঞ্চলের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তখনই আসাম ও উত্তর-পূর্বের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে," সোনোয়াল মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, "২০১৬ সালে বিজেপি সরকার গঠন করার পর আসামে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা ফিরেছে। এটি হয়েছে অবিচলিত সংলাপ, দৃঢ় প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং একাধিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বারংবার আসাম সফর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি এই অঞ্চলের জন্য একটি নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।"

সর্বানন্দ সোনোয়াল দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিজেপির মূলনীতি হল - দেশ আগে, দল পরবর্তী এবং নিজেকে শেষ। এই নীতি অনুযায়ী আমাদের কর্ম করতে হবে।'

তিনি দলের কর্মীদের উৎসাহিত করে আরও বলেন, 'আমাদের ঐক্য এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, যাতে আমরা ২০২৬ সালের নির্বাচনে একত্রে একটি শক্তিশালী বিপুল ভোটাধিকার অর্জন করতে পারি।'

বিহারে মালগাড়ির দুর্ঘটনায় ১৯টি ওয়াগন লাইনচ্যুত, নদীতে পড়ে ১০টি বগি

জামুই, ২৮ ডিসেম্বর : বিহারের জামুই জেলায় একটি মালগাড়ির অন্তত ১৯টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে ১০টি ওয়াগন সেতু থেকে নীচে নদীতে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে রেল চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে, স্বস্তির বিষয় যে, দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রেল সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে জামুই জেলার সিমুলতলা সংলগ্ন তেলওয়া হল্টের কাছে বারুয়া নদীর উপর অবস্থিত সেতুতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জসিডিহ-ঝাঝা রেলপথে চলাচলকারী সিমেন্ট বোঝাই একটি মালগাড়ি আচমকাই লাইনচ্যুত হয়। রাত আনুমানিক ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ, সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একের পর এক বিকট শব্দে ওয়াগনগুলি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনাস্থলটি আসানসোল রেল ডিভিশনের অধীনে অবস্থিত জসিডিহ—ঝাঝা মূল রেললাইনের ব্রিজ নম্বর ৬৭৬ এবং খুঁটি নম্বর ৩৪৪/১৮-এর কাছাকাছি।

এই দুর্ঘটনার পর আপ ও ডাউনদু'দিকের রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কিউল---জসিডিহ শাখায় চলাচলকারী একাধিক যাত্রী ও মালগাড়ি বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ, আরপিএফ ও রেলের প্রযুক্তি বিভাগের আধিকারিকরা। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয় এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানা গেছে, সিমেন্ট বোঝাই মালগাড়িটি জসিডি থেকে ঝাঝার দিকে যাচ্ছিল এবং তেলওয়া বাজার হাল্টের কাছে বাধুয়া নদীর উপর অবস্থিত ৬৭৬ নম্বর সেতুতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় মোট ১৬ থেকে ১৯টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়। এর মধ্যে তিনটি ওয়াগন সেতু থেকে বাধুয়া নদীতে পড়ে যায়। কয়েকটি কামরা সেতুর উপর পাল্টি খেয়ে একে অপরের উপরে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ট্র্যাকের আশেপাশে সিমেন্টের বস্তা ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত এই রুটে রেল চলাচল ব্যাহত রয়েছে। তবে রেলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মালগাড়ির ৮টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে এবং উদ্ধারকাজ চলছে। ''যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চলছে দুর্ঘটনাস্থলে,'' জানান রেল মুখপাত্র সরস্বতী চন্দ্র।

তিনি আরও বলেন, ''দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন রেল আধিকারিকরা। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, কোনও যান্ত্রিক বা ট্র্যাকের ত্রুটির কারণে মালগাড়িটি লাইনচ্যুত হয়েছে। ট্র্যাক মেরামতির পরই রেল চলাচল পুনরায় শুরু হবে।''

রেল কর্তৃপক্ষের তরফে যাত্রীদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্ঘটনার পর হাওড়া-দিল্লি রুটের বেশ কয়েকটি ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। এআরটি (এক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেন) ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে এবং লাইন পরিষ্কার করার তৎপরতা চলছে।

এছাড়া, দুর্ঘটনার ফলে কিউল-জসিডি সেকশনে বেশ কয়েকটি যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের হস্তশিল্প ও হস্তবুনন পণ্যের বিক্রি বাড়াতে সিএম মোহন যাদবের বিস্তারিত নির্দেশনা

নয়া দিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশের হস্তশিল্প ও হস্তবুনন পণ্যের দৃশ্যমানতা এবং বিক্রি বাড়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, কারিগরদের ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তিশালীকরণ করা যায়।

শনিবার কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্বকালে, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন ব্র্যান্ডগুলি যেমন মৃগনয়নি, বিন্ধ্য উপত্যকা, কবিরা এবং প্রাকৃতকে রাজ্য পর্যটন ইউনিট, প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র এবং রাজ্যের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি এও বলেন, যে এসব ব্র্যান্ডকে জেলা স্তরে বেসরকারি ফ্র্যাঞ্চাইজী মডেল মাধ্যমে সম্প্রসারণ করতে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের প্রচার বাড়ানোর জন্য কাজ করা উচিত।

যাদব আরও নির্দেশনা দেন যে, ইন্দোরে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত সাড়ি ওয়াকাথনের সফলতার পর, অন্যান্য শহরগুলোতে একই ধরনের ওয়াকাথন আয়োজন করা উচিত, যেখানে প্রায় ২৭,০০০ মহিলার অংশগ্রহণ ছিল। তিনি এও বলেন, যে সিল্ক উৎপাদন কার্যক্রম আরও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে, এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজ্য থেকে জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত সমস্ত পণ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস প্রস্তুত করতে হবে।'

কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচিত কিছু হস্তশিল্পের পণ্য, যার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মহেশওয়ারি স্টোলস কাঠের বাক্সে গোন্ড উপজাতির চিত্রকর্ম এবং ঘণ্টা ধাতুর কারুকাজ সহ, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অতিথিদের উপহার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিদেশী দূতাবাস থেকেও একই ধরনের চাহিদা পাওয়া গেছে।

মালওয়া শাসক আহিল্যাদেবী হোলকারের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে, মহেশওয়ার দুর্গের খোদাই করা নকশা থেকে প্রেরিত ৫২টি এক্সক্লুসিভ সাড়ি ডিজাইন তৈরি করা হচ্ছে। সিল্ক প্রোস্পারিটি স্কিমটি সকল জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, এবং কুনো চিতা অভয়ারণ্যে বিক্রয়ের জন্য ৩৫টিরও বেশি স্থানীয় হস্তশিল্প নিয়ে চিতা থিমযুক্ত উপহার সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদের সভায় গত দুই বছরে অর্জিত সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচির অধীনে ২,৫৬৮টি কুটির শিল্প ইউনিট অনুমোদিত হয়েছে। ৬৩ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে, ২৫২ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ সাহায্য করা হয়েছে এবং ৬,৩০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১,৭১০ কারিগরকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১,১৯৭ জন কর্মসংস্থান পেয়েছেন। বিভাগের উৎপাদন ১০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে, এবং এম্পোরিয়াম বিক্রয় ২৩ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। রাজ্য ও দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, রাঁচি এবং ছত্তিশগড়ে ৭৯টি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিভাগটির তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, গ্বালিয়রে অবকাঠামো উন্নতি, খাদী, বস্ত্র এবং চামড়ার উৎপাদন স্ফূর্তি স্কিমের অধীনে একাধিক জেলায় সম্প্রসারণ, ভোপালে সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ১,০০০ বুননকারীদের জন্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজাইন সহায়তা প্রদান, ১,৭০০ কারিগরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, ৮০০ কারিগরকে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদান, ২৭০টি মেলা আয়োজন, খাদী উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করা, ৮,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং 'এক জেলা, এক পণ্য' উদ্যোগ শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনা রয়েছে।

চন্ডিপুরে বিজেপির উদ্যোগে অটল স্মৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ ডিসেম্বর: বুধবার দুপুরে কৈলাসহর চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছনতৈল স্কুল মাঠে চন্ডিপুর বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে অটল স্মৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগে দলীয় কার্যকর্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত' শ্রবণ করেন। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্ডিপুর বিজেপি মণ্ডলের সভাপতি পিন্টু ঘোষ, বিজেপি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি শ্যাম কুমার সিনহা, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস পাল, বিজেপি নেতা হিমাংশু দাস এবং জনজাতি মোর্চার চন্ডিপুর বিজেপি মণ্ডল কমিটির সদস্য কার্তিক দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা করা হয়। সম্মেলনে বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ির আদর্শ, রাজনৈতিক জীবন ও দেশ গঠনে তাঁর অবদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সকল বুথের বিজেপি কার্যকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে দলীয় সংগঠন আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানানো হয়।

রবিবার আগরতলায় মনিপুরী ছাত্র যুব সমন্বয় কমিটির ৪র্থ সম্মেলন আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আলোচনা-পর্যালোচনা পর্ব-সাত

‘জয়—পরাজয়’

বিহান গুহ

পারিজাত দত্তের রচিত ‘জয়—পরাজয়’ আদতে কোনও একক ঘটনার গল্প নয়। এটি বর্তমান সময়ের এক নির্মম নৈতিক প্রশ্নপত্র। ব্যক্তিগত বেদনা, সামাজিক ভণ্ডামি, রাজনৈতিক অভিনয় আর মানবিকতার নিঃশব্দ লড়াই। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে গল্পটি ধীরে ধীরে নিজের গভীরতা তৈরি করেছে। লেখক এখানে কোনও সরল বর্ণনায় হাঁটেননি। বরং জীবনের জটিল স্তরগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন পাঠকের দিকে। আসলে জয় কাকে বলে, আর পরাজয়ই বা কোথায়? এখানে মনুষ্য জীবনের সরল সমীকরণের হিসেব খুঁজে বের করাই প্রধান লক্ষ্য। গল্পের প্রথম পর্বে কিংকর স্যারের অসুস্থতা ও হাসপাতালের পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে মানবিক সংকট উঠে আসে, তা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে নির্মিত। সমরের উদ্বেগ, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সরকারি হাসপাতালের বাস্তব চিত্র। সমস্ত কিছু মিলিয়ে এটি মধ্যবিত্ত জীবনের এক পরিচিত অথচ যন্ত্রণাময় ছবি। বাইক চালকের অপরাধবোধ, নাম না জানা সহৃদয় মানুষের সহানুভূতি, আর বিপ্রজিৎ ঘোষের নিঃস্বার্থ উপস্থিতি, এইসব ছোট ছোট মুহূর্তেই গল্পের মানবিক সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। এর ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে হরিশংকর রায়ের চরিত্র। তিনি এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। ক্ষমতার অভিনয়, সহমর্মিতার ফেসবুক লাইভ সংস্করণ। অসুস্থ শিক্ষকের পাশে দাঁড়ানো, কম্বল বিলি, দুঃস্থদের সাহায্য, সবই যেন সুচারুভাবে পরিকল্পিত দৃশ্য। লেখক খুব সচেতনভাবে দেখিয়েছেন, এই সহানুভূতি আসলে কতটা আত্মপ্রচারনির্ভর। হরিশংকর রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক অবক্ষয়, হারাধন—যমুনার ট্র্যাজেডি কিংবা বস্তি উচ্ছেদের ‘অপারেশন অগ্নি’, সব মিলিয়ে ক্ষমতার নগ্ন মুখ উন্মোচিত হয়েছে। হাবুলের চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যর্থ অভিনেতা থেকে রাজনৈতিক চামচাগিরির পথে যাত্রা। তার মধ্য দিয়ে সমাজের সুযোগসন্ধানী মানসিকতা ধরা পড়েছে। হরিশংকরদার থুতু খাওয়া পর্বটি গল্পের অন্যতম সাংঘাতিক মুহূর্ত। এখানেই অভিনয় ও বাস্তবের ফারাক ভেঙে পড়েছে। হাবুলের শরীর ভাঙে, কিন্তু প্রশ্ন জাগে এই ভাঙন কি তার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে?

গল্পের শেষ পর্বে বিপ্রজিৎ ঘোষ যেন মানবিকতার নিঃশব্দ প্রতিনিধি। তিনি জেতেন না নির্বাচনে, কিন্তু জিতে যান মানুষের মনে। কোনও ক্যামেরা ছাড়াই আগুনে পুড়ে যাওয়া বস্তির মাঝে কম্বল খুলে দেওয়া, অসুস্থ বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ানো। আর ঠিক এখানেই কিংকর স্যারের সংলাপ গল্পটির দার্শনিক কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছে। তা হল, নির্বাচনের জয়ই শেষ কথা নয়, মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়াই আসল সাফল্য।

ভাষা ও বর্ণনায় গল্পটি শক্তিশালী। হাসপাতালের দৃশ্য, বস্তির ধ্বংসস্তূপ, রাজনৈতিক চেম্বারের ভেতরের অন্ধকার, সবই চাক্ষুষ হয়ে ওঠেছে। কোথাও কোথাও আখ্যান দীর্ঘ হলেও তা গল্পের বক্তব্যকে দুর্বল করেনি, বরং ভারী করে তুলেছে। তাই, এখানে অস্বীকার করার সুযোগ নেই, মোটের উপর ‘জয়—পরাজয়’ বর্তমান সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি কেবল গল্প নয়, এক ধরনের নৈতিক প্রশ্নপত্র। যেখানে পাঠককে নিজেকেই উত্তর খুঁজে নিতে হয়। এই গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ক্ষমতার জয়ে নয়, মানবিকতায়ই প্রকৃত জয় লুকিয়ে থাকে।

শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর
লেখক : পারিজাত দত্ত
প্রকাশক : নীহারিকা প্রকাশনী
মূল্য : ৩০০ টাকা।

ধৈর্য

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নদীর ধারে মাছ ধরবে বলে বসে আছে একদল বালক। কিন্তু মাছ আর বড়শিতে গাঁথে না। অপেক্ষা আর অপেক্ষা । কখন তীরে ভিড়বে মাছ। কিরে সেই কখন থেকে বসে আছি, একটাও মাছ তো আমাদের বড়শিতে গাঁথলো না । বালকদলের মাঝে বলে উঠলো রাম। শ্যাম কিন্তু সমানে লক্ষ্য স্থির রেখে বসে আছে। মাছরাঙা যেমন লক্ষ্য স্থির রাখে শিকারির দিকে ঠিক তেমনই শ্যামও লক্ষ্য স্থির রেখেছে। ধুর ভাই তোরা মাছের অপেক্ষায় বসে থাক আমি বাড়ি চললাম। এমনিতেই রাম বরাবরই বন্ধু মহলে একটু ‘‘বদরাগী’’ বলেই পরিচিত। একবার দোলের সময় সাহাবাবুদের বাড়িতে খেতে গিয়ে খিচুড়ি দিতে দেরি হয়েছিল বলে ভোগের থালা ছেড়ে উঠে গিয়ে কী কান্ডটাই না বাঁধিয়েছিল রাম। একপ্রকার মারতে গিয়েছিল সাহাবাবুদের বাড়ির সদস্যদের। শ্যাম এখনও বড়শি ধরেই বসে রয়েছে। আর তার সঙ্গে আছে পাপ্পু, পাপাই, সোলেমানরাও। বাড়ি যেতেই রাম মাকে বললো দুটি ভাত দাও। এতক্ষন না খেয়ে ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। রামের রণমূর্তি দেখে মাও আর রামকে ঘাটালো না। ভাত খেয়ে রাম ভাতঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এদিকে রাম বাড়ি যেতে না যেতেই কী অদ্ভুতভাবে বড়শিতে একটা বড়ও রুই মাছ গাঁথলো। ওরে যা, যে যার বাড়ি থেকে চাল, ডাল, আলু, কিছু সবজি নিয়ে আয়। আজ এই নদীতীরেই বনভোজন হবে। সেইমতো সবকিছু জোগাড়ও হয়ে গেল । নদীর পাড়েই অস্থানী উনুন জ্বলে উঠল । একে একে রান্না হল ভাত, শাক, ডাল, আলু-পটলের দম, মাছের কালিয়া, চাটনি প্রভৃতি। আনন্দে চললো বনভোজন। রুই মাছের কালিয়া খেয়ে সবাই শ্যামের গুনগান গাইলো। আহা কী কালিয়ায় না রেঁধেছিস শ্যাম, ধৈর্য থাকলে যে সব কিছুই সম্ভব তা দেখিয়ে দিল শ্যাম। সূর্য ডোবার শেষে রামও গুটিগুটি পায়ে হাজির, শ্যামের হাতে মাছের কালিয়া খেয়ে সত্যিই মুখ ছেড়ে গেল তার। না ধৈর্যের ফল ঈশ্বর সত্যি সত্যিই একদিন না একদিন দেন, মনে মনে ভাবলো রাম।

মানসিক স্বাস্থ্যের জেরেও বাড়তে পারে শ্বাসকষ্ট

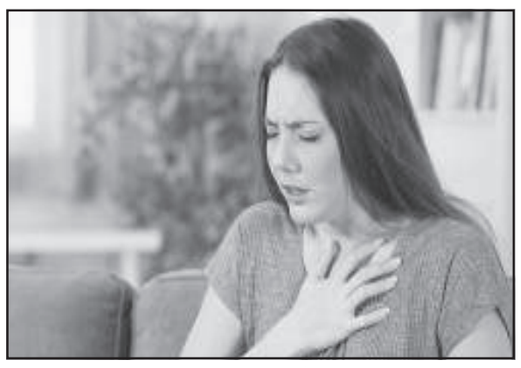

হাঁপানিকে যদিও এতদিন শ্বাসযন্ত্রের একটি সমস্যা হিসেবেই দেখা হতো, তবে সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমেই বুঝতে পারছে, শরীর ও মনের মধ্যে সম্পর্ক যতটা গভীর, ততটাই জটিল। ইউরোপীয় মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণা সেই ধারণাকে আরো জোরালো করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক দীর্ঘদিন ধরে হতাশা বা উদ্বেগে ভুগছেন, তাদের হাঁপানি হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। গবেষকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরের স্বাভাবিক স্ট্রেস-রেসপন্স সিস্টেমকে ব্যাহত করে। উদ্বেগ বা বিষণ্ণতার সময় শরীরে কর্টিসল ও অন্যান্য স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা দীর্ঘদিন ধরে বেশি থাকে। এর ফলে শ্বাসনালিগুলো অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে এবং সামান্য উদ্দীপনাতেই সঙ্কুচিত হতে পারে। এই পরিবর্তনই হাঁপানির লক্ষণ শুরু হওয়ার পথ তৈরি করে।

প্রদাহ যখন যোগসূত্র : মানসিক সমস্যার সঙ্গে হাঁপানির আরেকটি বড় যোগসূত্র হলো প্রদাহ। বহু গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, হতাশা ও উদ্বেগ শরীরজুড়ে সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহ বাড়িয়ে দেয়। এই সময় শরীরে সাইটোকাইন নামের প্রদাহজনক উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফুসফুসের শ্বাসনালিতে যখন এই প্রদাহ ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেগুলো ফুলে যায় ও বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুকে চাপ লাগে এবং হাঁপানির উপসর্গ তীব্র আকার ধারণ করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব : মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব শুধু হাঁপানি হওয়ার ঝুঁকিতেই সীমাবদ্ধ নয়, হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও বড় বাধা। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব প্রাপ্তবয়স্ক হতাশা বা উদ্বেগে ভুগছেন, তাদের ওষুধ নিয়মিত খাওয়ার প্রবণতা কম। অনেক সময় তারা নিজের শারীরিক সমস্যার দিকেও উদাসীন হয়ে পড়েন। এর ফলে হাঁপানির অ্যাটাক ঘন ঘন হতে পারে এবং উপসর্গ আরো গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

জীবনযাত্রার অভ্যাস : এ ছাড়া মানসিক চাপের সঙ্গে যুক্ত জীবনযাত্রার অভ্যাস হাঁপানির ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে তোলে। কম ঘুম, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, ধূমপান, অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ বা অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ফুসফুসের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষকেরা মনে করছেন, এসব কারণ একসঙ্গে কাজ করে বলেই হতাশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন প্রাপ্তবয়স্কদের হাঁপানির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

হাঁপানির উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ : তবে এই গবেষণার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হলো, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে হাঁপানির উপসর্গও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। থেরাপি, কাউন্সেলিং, মাইন্ডফুলনেস, মেডিটেশন ও নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এর ফলে শরীরে স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক হয় এবং প্রদাহ কমতে শুরু করে।

ইনহেলার বা ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা : চিকিৎসকরা তাই এখন হাঁপানি চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধু ইনহেলার বা ওষুধের ওপর নির্ভর না করে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাঁপানি ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে এই দ্বিমুখী সম্পর্ক বোঝা গেলে রোগ নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ইউরোপীয় মেডিক্যাল জার্নালের এই গবেষণা স্পষ্ট করে দিয়েছে, হাঁপানি শুধু ফুসফুসের অসুখ নয়, এটি অনেক সময় মনের সমস্যার প্রতিফলনও হতে পারে। তাই দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ বা হতাশায় ভুগলে সেটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সময়মতো মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিলে শুধু মন নয়, ফুসফুসও সুস্থ রাখা সম্ভব।

রান্নাঘরের ধোঁয়া নীরবে বিপদ বাড়ে

অনেকের কাছে রান্নাঘরে ঢোকার সময় চোখে-নাকে অস্বস্তি লাগা বা রান্না শেষে শ্বাস একটু ভারী লাগা স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবে প্রতিদিনের এই ধোঁয়াই নীরবে আমাদের ফুসফুসের গভীরে ক্ষতি করতে পারে এবং সেখান থেকেই শুরু হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্টের রোগসিওপিডি (ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ)। নিজেদের সচেতন করতে হবে যে, রান্নার ধোঁয়া, ঘরের অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ, ধূমপান বা শিল্প-কারখানার দূষণ কীভাবে ধীরে ধীরে আমাদের ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়। সময়মতো সাবধান না হলে এই নীরব রোগ একসময় জীবনকেই বিপন্ন করতে পারে।

বিশেষ করে নারীরা সিওপিডিতে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। এদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সিওপিডিতে আক্রান্ত নারীদের একটি বড় অংশ কখনো ধূমপান না করলেও এই রোগে আক্রান্ত হন, কারণ তারা প্রতিদিন দীর্ঘসময় রান্নাঘরে ব্যয় করেন যেখানে অনেক সময় পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল থাকে না। মাটির চুলা এবং জ্বালানী হিসেবে কাঠ, কয়লা বা খড় ব্যবহারের কারণে যে প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, তা সরাসরি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘমেয়াদে ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এই ধোঁয়ায় থাকা সূক্ষ্ম কণা (পিএম২.৫) ফুসফুসের গভীরে পৌঁছে শ্বাসনালীকে সংকুচিত করে তোলে, যার ফলে অক্সিজেন আদান-প্রদান ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ঘন ঘন সংক্রমণের মতো লক্ষণ দেখা দেয়। এই ঝুঁকি কমাতে কিছু সহজ পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, রান্নাঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরি। সম্ভব হলে ধোঁয়াবিহীন চুলা, যেমন এলপিজি বা ইন্ডাকশন, ব্যবহার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। রান্নাঘরে বাতাস নির্গমন ফ্যান লাগানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে দূষিত বাতাস দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। এছাড়া, শিশু ও বয়স্কদের ধোঁয়া থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন, কারণ তাদের ফুসফুস নাজুক থাকে। যদি শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে, তবে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সময়মতো সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করে রান্নার ধোঁয়া জনিত সিওপিডি-র ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

শীতকালীন ৯ উপকারী শাক, কোনটির কী গুণ

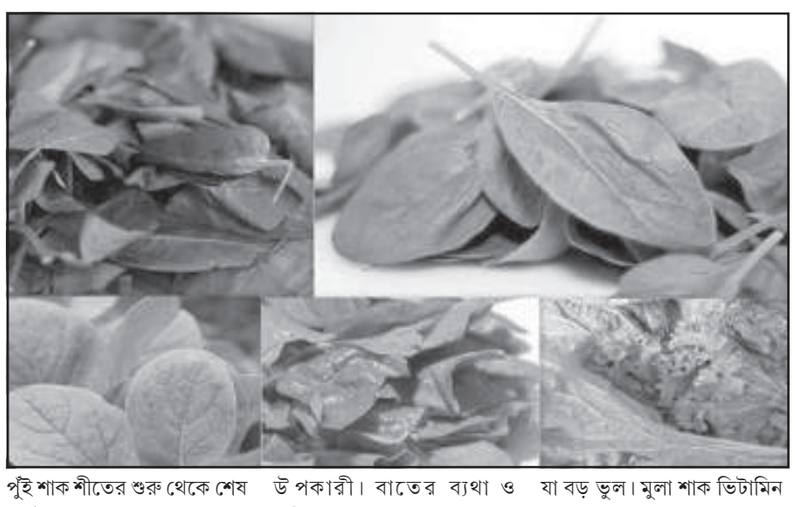

শীত এলেই বাজার ভরে ওঠে নানা রকম সবুজ শাকে। গরম ভাতের সঙ্গে শাকভাজি বা শাকের ঝোল শীতের খাবারে যেন এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। আমাদের খাদ্যসংস্কৃতিতে শীতকালীন শাকের ব্যবহার বহু পুরোনো।

শুধু স্বাদে নয়, পুষ্টিগুণেও শীতের শাক একেকটি প্রাকৃতিক ওষুধের মতো কাজ করে। কোন শাক কীভাবে শরীরের উপকারে আসে, তা তুলে ধরা হলো আজকের প্রতিবেদনে,

পালং শাক শীতের সবচেয়ে পরিচিত শাক পালং। এতে রয়েছে প্রচুর আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন এ। রক্তস্বল্পতা দূর করতে এটি বেশ কার্যকর। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখা, ত্বক উজ্জ্বল করা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে পালং শাকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

লাল শাক

গ্রামবাংলার সুপারফুড হিসেবে পরিচিত লাল শাক। এতে আয়রন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বেশি থাকায় রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। লিভার সুস্থ রাখা এবং শরীরের বিষাক্ত উপাদান বের করতে এটি উপকারী। যাদের হিমোগ্লোবিন কম, তাদের জন্য লাল শাক বিশেষভাবে উপযোগী।

পুঁই শাক শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় পুঁই শাক। এটি শরীর ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে এবং হজমে বেশ কার্যকর। পাইলস ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় পুঁই শাক উপকার দেয়। পাশাপাশি ত্বকের শুষ্কতা কমাতেও এটি সহায়ক।

কলমি শাক সহজলভ্য ও পুষ্টিগুণে ভরপুর কলমি শাক। এতে রয়েছে ভিটামিন সি ও আয়রন। সর্দি-কাশির প্রবণতা কমাতে এবং দাঁত-মাড়ি সুস্থ রাখতে এই শাক উপকারী। নিয়মিত খেলে শরীরের ক্লান্তিও কমে। নটে শাক তুলনামূলক কম পরিচিত হলেও নটে শাকের গুণ অনেক। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং হার্টের জন্য উপকারী। বাতের ব্যথা ও শরীরের প্রদাহ কমাতেও নটে শাক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মেথি শাক তিক্ত স্বাদের কারণে অনেকের অপছন্দ হলেও মেথি শাকের উপকার অসাধারণ। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এটি খুবই কার্যকর। হজম শক্তি বাড়ায় এবং শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

সরিষা শাক শীতের শেষ দিকে সরিষা শাক বেশ জনপ্রিয়। এতে রয়েছে ভিটামিন কে ও ক্যালসিয়াম, যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়ক। ঠাণ্ডাজনিত ব্যথা ও জয়েন্টের সমস্যায় সরিষা শাক উপকার দেয়।

মুলা শাক অনেকে শুধু মূলা খেলেও মুলা শাক ফেলে দেন, যা বড় ভুল। মুলা শাক ভিটামিন এ, সি ও ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ। এটি লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, হজম শক্তি বাড়ায় এবং অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সহায়ক। আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথায় মুলা শাক উপকারী। লাউ শাক হালকা ও সহজপাচ্য লাউ শাক কিডনি ভালো রাখতে সাহায্য করে। শরীরের জলশূন্যতা দূর করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের শাক খাবারের তালিকায় রাখলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং শরীর থাকে সুস্থ ও সতেজ।

কুমড়ার বীজ যাদের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়

কুমড়া সবজি হিসেবে অনেকের কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় হলেও, স্বাস্থ্য সচেতনদের মধ্যে ইদানীং কুমড়ার বীজের কদর বেড়েছে। এটি একটি স্বাস্থ্যকর বিকেলের নাশতা হিসেবে পরিচিত এবং অনেকে এটি প্রাতরাশে ওটসের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা অফিসে কৌটায় ভরে রেখে খান।

সন্ধ্যায় খিদে পেলে এক মুঠো কুমড়ার বীজ খেয়ে নেন অনেকে। যারা নিয়ম মেনে ডায়েট করেন, তাদের খাদ্যতালিকাতেও এটি নিয়মিত স্থান পায়। কুমড়া ভিটামিন এ-এর একটি চমৎকার উৎস, যা চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি উপকারী বলেই যে অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে হবে, তা কিন্তু

মোটেও ঠিক নয়। আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষ দিনে ২৮ থেকে ৩০ গ্রাম পর্যন্ত কুমড়ার বীজ খেতে পারেন। তবে কিডনি বা লিভারের মতো গুরুতর সমস্যা থাকলে শুধু কুমড়া নয়, যে কোনো বীজ খাওয়ার আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য। কুমড়ার বীজের যথেষ্ট পুষ্টিগুণ থাকা সত্ত্বেও, পরিমাণের বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। অতিরিক্ত কুমড়ার বীজ খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এতে প্রচুর ফাইবার থাকে। ফাইবার পেটের জন্য ভালো হলেও বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে গ্যাস এবং পেট ভারের অনুভূতি হতে পারে।

এছাড়াও, এতে থাকা ফ্যাটি এসিড এবং তেল বেশি হলে তা হজম করা কঠিন হতে পারে। যারা ওজন বশে রাখতে চান, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ এই বীজ অতিরিক্ত খেলে উল্টো ওজন বাড়তে পারে, কারণ বীজে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালরি থাকে। তাই মেদ ঝরানোর জন্য সারাদিনের খাবার ও ক্যালরির মাপ ঠিক রাখা খুবই দরকার।

এই বীজে এমন উপাদান রয়েছে যা রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে। তাই যদি কারো আগে থেকেই রক্তচাপ কম থাকে (লো ব্লাড প্রেসার), তবে এটি ডায়েটে রাখার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়াও, যদি কারো কুমড়ার বীজে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে পেটব্যথা, মাথাব্যথা, ত্বকে চুলকানি বা র‍্যাশের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সবশেষে, উপকারী হলেও ছোটদের এই বীজ খাওয়ানো উচিত নয়। এতে থাকা ফাইবার ও ফ্যাটি এসিডের কারণে শিশুদের অনেকসময় পেটব্যথা বা হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুদের কিছু খাওয়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

যে ৫ খাবার ফ্রিজে রাখবেন না

ফ্রিজ খাবার সংরক্ষণে আমাদের বড় সহায়ক হলেও সব খাবার সেখানে রাখা নিরাপদ বা উপযোগী নয়। অনেক খাবার আছে, যেগুলো ফ্রিজে রাখলে স্বাদ, গুণাগুণ নষ্ট হয়, এমনকি স্বাস্থ্যঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু খাবার সম্পর্কে, যেগুলো ফ্রিজে রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত।

১. আলু--- আলু আমাদের দৈনন্দিন রান্নার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এই সবজি কখনোই ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। ঠান্ডা পরিবেশে আলুর স্টার্চ দ্রুত চিনিতে রূপান্তরিত হয়, ফলে রান্নার আগে আলু শক্ত হয়ে যেতে পারে এবং স্বাদও নষ্ট হয়। আলু সংরক্ষণের জন্য রান্নাঘরের শুষ্ক ও ঠান্ডা (রুম টেম্পারেচার) জায়গাই সবচেয়ে উপযুক্ত।

২.কলা— কলা ফ্রিজে রাখলে দ্রুত কালচে হয়ে যায়। ঠান্ডা তাপমাত্রা কলার স্বাভাবিক পাকার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। তাই কলা পুরোপুরি পাকার আগেই কিনে ঘরের তাপমাত্রায় রেখে পাকতে দেওয়াই ভালো। এতে পুষ্টিগুণ ও স্বাদ দুটোই বজায় থাকে। ৩.তরমুজ তরমুজ ঠান্ডায় রাখলে দ্রুত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও গরমের দিনে ঠান্ডা তরমুজ খেতে ভালো লাগে, তবে আস্ত তরমুজ ঘরের তাপমাত্রাতেই বেশি সময় ভালো থাকে। সংরক্ষণ করতে চাইলে কেটে না রেখে দ্রুত খেয়ে ফেলাই উত্তম। ৪.পেঁয়াজ পেঁয়াজ ও আলু একসঙ্গে রাখলে দুটোই দ্রুত নষ্ট হতে পারে। পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখাও ঠিক নয়, কারণ এটি শুষ্ক ও বাতাস চলাচলযুক্ত পরিবেশে ভালো থাকে। তাই পেঁয়াজ আলাদা জায়গায়, ফ্রিজের বাইরে সংরক্ষণ করুন। ৫.কফি কফির স্বাদ ও গন্ধ ধরে রাখতে শুষ্ক পরিবেশ খুব জরুরি। ফ্রিজের আর্দ্রতা ও অন্যান্য খাবারের গন্ধ কফির মান নষ্ট করতে পারে। তাই কফি ফ্রিজে না রেখে বায়ুরোধী পাত্রে, শুষ্ক স্থানে রাখাই সবচেয়ে ভালো।

সঠিকভাবে খাবার সংরক্ষণ করলে শুধু স্বাদই নয়, পুষ্টিগুণও বজায় থাকেএই বিষয়টি মনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা ইন্ডাস্টি এন্ড কমার্সের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সবরমালা মন্দিরের আয় ৩৩২ কোটি টাকা ছুঁই, ৩০ লক্ষাধিক পিলগ্রিমের উপস্থিতি

নয়া দিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: সবরমালা মন্দিরে এ বছরের মণ্ডল পূজা মৌসুমে ৩০.৫৬ লাখেরও বেশি ভক্ত দর্শন করেছেন, যার ফলে মন্দির কর্তৃপক্ষের মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৩৩২.৭৭ কোটি টাকা। ট্রাভানকোর দেবস্বম বোর্ড (টিডিবি)-এর সভাপতি কে জয়কুমার শনিবার এ তথ্য জানান। বুধবার মণ্ডল পূজার দিন, হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরের পবিত্র অঙ্গনে জড়ো হন। মন্দিরের পূজা উপলক্ষে অয়্যপ্পা দেবতার প্রতিমাকে 'থঙ্কা আংকি', সোনালী পবিত্র পোশাক পরিয়ে মন্দিরে এনে পূজা করা হয়। এই পোশাকটি শুক্রবার সন্ধ্যায় এক আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সন্নিধানমে আনা হয়েছিল।

জয়কুমার বলেন, "এ পর্যন্ত ৩০,৫৬,৮৭১ জন ভক্ত মন্দিরে দর্শন করেছেন। শুক্রবার ৩৭,৫২১ জন এবং মণ্ডল পূজা দিনে (শনিবার) দুপুর ১টা পর্যন্ত ১৭,৮১৮ জন ভক্ত মন্দিরে আসেন।" গত বছর একই সময়ে ৩২,৪৯,৭৫৬ জন ভক্ত মন্দিরে দর্শন করেছিলেন।

টিডিবি-এর প্রকাশিত সরকারি তথ্যে জানা গেছে, এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে ৩৩২ কোটি ৭৭ লাখ ৫ হাজার ১৩২ টাকা। এই আয় কনিক্কা (হুন্ডি সংগ্রহ), আপ্পম ও আরাভানা (মিষ্টি উপহার), রুম ভাড়া, নিলামসহ অন্যান্য উৎস থেকে এসেছে।

এ আয় থেকে ৮৩.১৭ কোটি টাকা কনিক্কা (হুন্ডি) থেকে এসেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই আয়ে গত মৌসুমের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। গত বছর ৪১ দিন শেষে ২৯৭.০৬ কোটি টাকা আয় হয়েছিল, যা এবছরের ৪০ দিনে ৩৫.৭০ কোটি টাকা বেশি হয়েছে। গত বছর একই সময়ে কনিক্কা সংগ্রহ ছিল ৮০.২৫ কোটি টাকা।

জয়কুমার বলেন, 'এই শীতকালীন মৌসুমে, পুণ্যার্থীদের জন্য সুগম দর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে টিডিবি সফলভাবে কাজ করেছে। মৌসুমের প্রথম দিন কিছু বিভ্রান্তি হলেও, পুলিশ এবং মন্দির কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলেছে।'

তিনি আরও জানান, মন্দির ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনে, যাতে ভালো মানের সাদ্য (খাবার) সরবরাহ করা যায়। অভিযোগগুলি দ্রুত সমাধান করা হয়েছে।

এছাড়া, আরাভানা প্রসাদ বিতরণ নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যেখানে প্রথমে ৩০ ও ৪০ টিন বিতরণ করা হলেও পরবর্তীতে তা কমিয়ে ২০ এবং ১০ টিন করা হয়, যা ভক্তদের মধ্যে কিছু হতাশার সৃষ্টি করেছিল। "ঠিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে," বলেন জয়কুমার।

তিনি জানান, মন্দির বন্ধ হওয়ার পর আভরণার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে, এবং মকরবিলাক্কু উৎসবের জন্য ১২ লাখ টিনের একটি স্টক রাখা হবে।

মকরবিলাক্কু উৎসবের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শুক্রবার পাম্পায় এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্ব দেন দেবস্বম মন্ত্রী ভি এন বাসাভন। জয়কুমার বলেন, 'পরবর্তী সভা ২৯ ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বন মন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন। পুলমেদু এবং কানাপাথা রুটের সমস্যা সমাধানে ১৫ দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

শনিবার রাতে 'হারিভরসনম' গাওয়ার পর মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, যা মণ্ডল পূজা মৌসুমের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়। মন্দির ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় মকরবিলাক্কু উৎসবের জন্য পুনরায় খোলা হবে। এবারের বার্ষিক তীর্থযাত্রা মৌসুম ১৭ নভেম্বর শুরু হয়েছিল। মণ্ডল পূজা পূর্ণিমা অন্তর্গত ১০.১০ থদ্ধ থেকে ১১.৩০ থদ্ধ পর্যন্ত আয়োজিত হয়।

মন কি বাত-এ হাইলাইট গর্বিত মাইলফলক বছরে ভারতের সাফল্য তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়া দিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: ২০২৫ সালে ভারতের অর্জনকে বড় কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা, ক্রীড়া, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব বিশ্বমঞ্চে স্পষ্ট ছিল, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। ১২৯তম "মন্ন কি বাত" অনুষ্ঠানে দেশের জনগণের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০২৫ ছিল ভারতের জন্য গর্বিত মাইলফলক বছর। জাতীয় নিরাপত্তা, ক্রীড়া, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন বা বিশ্বের বৃহত্তম মঞ্চে, ভারতের প্রভাব সবখানেই দৃশ্যমান ছিল।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি "অপারেশন সিন্দুর" সফলতা তুলে ধরেন, যেখানে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী শিবিরে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। 'আজকের ভারত নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করে না,' বলেছিলেন তিনি। অপারেশন সিন্দুর মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে ৯টি বড় সন্ত্রাসী লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করা হয় এবং ১০০-এরও বেশি সন্ত্রাসী নিহত হয়। এই অপারেশনটি পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদীন গোষ্ঠীর শিবিরে আক্রমণ করেছিল।

বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল শুবাংশু শুক্লার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাত্রা। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'শুবাংশু শুক্লা ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেছিলেন।' শুবাংশু শুক্লা ২৫ জুন নাসার অ্যাক্সিওম-৪ মহাকাশ মিশনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৫ জুলাই পৃথিবীতে ফিরে আসেন। তিনি ৪১ বছর পর মহাকাশে যাত্রা করা প্রথম ভারতীয়।

ভালোবাসা, ঐক্য ও দেশপ্রেমের উদাহরণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 'ভান্দে মাতরমের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপনও উল্লেখ করেন। 'ভান্দে মাতরমের ১৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে যে উতাহ এবং অংশগ্রহণ দেখা গেছে, তা সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক,' বলেন তিনি।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতের অসামান্য সাফল্যকেও তিনি তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য অভিনন্দন জানান, পাশাপাশি মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়ের কথাও উল্লেখ করেন। '২০২৫ সালে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও ছিল স্মরণীয় মুহূর্ত। আমাদের পুরুষ ক্রিকেট দল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে। মহিলাদের ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছে। ভারতীয় মেয়েরা বিশ্ব টুয়েন্টি-২০ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাপ জিতেছে। ভারতীয় ত্রিরঙা গর্বের সাথে উড়ে উঠেছে যখন ভারত এশিয়া কাপ টি-২০ ট্রফি জিতেছে,' বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'প্যারাঅ্যাথলেটদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন পদক জয় দেশের জন্য গর্বের বিষয়, যা প্রমাণ করে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা দৃঢ় সংকল্পের সামনে কিছুই নয়।'

এই সব অর্জন ২০২৫ সালের ভারতের জন্য ছিল এক অনন্য বছর, যেখানে দেশপ্রেম ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে ভারত।

শহরে ভাড়া বাড়িতে স্কুল

● প্রথম পাতার পর

খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দরজা ভেঙে ঘরের ভিতর থেকে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে।

খবর পেয়ে মৃত ছাত্রীর বোন ও কাকা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে। এই অকাল মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে শোক

● প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং একজন পলাতক অভিযুক্তের জন্য পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"প্রসঙ্গত, দেরাদুনের পুলিশের বরাত দিয়ে জানা গেছে, ইতিমধ্যে পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে, এবং দুই নাবালক অভিযুক্তকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলায় হত্যার ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও, পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মামলার মূল অভিযুক্ত যজ্ঞ আওয়াস্থির বিরুদ্ধে নন-বেইলেবল ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। তার খোঁজ দেওয়ার জন্য ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এবং অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে। তার গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

বিএসএফ-র গাড়িতে হামলার

জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনের সন্ধানে তদন্ত চলছে এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। খুব শীঘ্রই বাকি অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জনজাতিদের ভুল দিশা

● প্রথম পাতার পর

ব্যাহত হয়েছে। বর্তমান সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সেই পরিস্থিতি থেকে জনজাতি সমাজকে বের করে এনে প্রকৃত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন জনজাতি মহিলাকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য যীষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন। একই সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যকে প্রকৃত সম্মান জানিয়েছে বর্তমান সরকার। যতই বাধা আসুক না কেন, জনজাতি সমাজের উন্নয়ন থামানো যাবে না এবং অন্তিম মাইল পর্যন্ত বর্তমান সরকার সেই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে বলে তিনি দৃঢ় আশ্বাস দেন।

তিনি আরও জানান, পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির উন্নয়নে বর্তমান সরকার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করছে। বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় অংশই জনজাতি মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। পাশাপাশি জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ও মহকুমা স্তরে টিসিএস অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সমাজপতিদের ভাতা ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করার কথাও উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে কেপিং ব্যবস্থা ছিল, তা তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে সকল সমাজপতি এই সুবিধার আওতায় আসবেন।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কথা উল্লেখ করে বলেন, এই যোজনার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি জানান, সারা দেশে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আদলে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করা হয়েছে। এর ফলে যাঁরা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আসেন না, তাঁরাও বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন।

এদিন অনুষ্ঠানে জনজাতি সমাজের মা-বোনদের ব্যাপক উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার জনজাতি অংশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে।

অ্যান্টিবায়োটিকের

● প্রথম পাতার পর

ক্রীড়া ও জাতীয় নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য ও উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলি তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন।

পঞ্চভূতে বিলীন

● প্রথম পাতার পর

উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন প্রমুখ। আজ সকালে প্রথমে প্রয়াত অধ্যক্ষের মরদেহ রামঠাকুর আশ্রমে আনা হয়। সেখান থেকে এক শোক মিছিল ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পথপরিক্রমায় প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সমাজসেবী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও অগণিত সাধারণ মানুষ। এরপর প্রয়াত অধ্যক্ষের মরদেহ ধর্মনগর শ্মশানে নিয়ে আসা হয়।

সেখানে মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, এসপি সুধাম্বিকা আর, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কমল দেববর্মা, ধর্মনগরের মহকুমা শাসক দেবযানী চৌধুরী, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, সমাজসেবী শ্যামল নাথ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবম্বর আলি, প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যা, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের পর ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর-এর যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে গান স্যালুট দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ২৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ব্যাঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ছাড়া

● প্রথম পাতার পর

মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমি বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শেখ হাসিনা স্পষ্টভাবে জানান, তিনি দেশের শাসনব্যবস্থায় ফিরতে চান তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তার মতে, সংবিধান ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, আওয়ামী লীগের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, মিথ্যা মামলায় আটক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে এবং অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত না করা হলে গণতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্নই ওঠে না। 'গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি দলকে নিষিদ্ধ রেখে কোনো সরকার গণতান্ত্রিক দাবি করতে পারে না,' বলেন শেখ হাসিনা।

২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন দমনে সরকারের ভূমিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগের ব্যাপারে শেখ হাসিনা বলেন, 'প্রথম দিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং দাবিও মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে চরমপন্থীরা পরিস্থিতি বদলে দেয়। পুলিশ স্টেশন পোড়ানো এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে হামলা করার পর যে কোনও সরকার আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেয়,' জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের আগস্টে ঘটে যাওয়া মৃত্যুর তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তবে, ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই কমিশন ভেঙে দেওয়া হয় এবং সন্ত্রাসীদের মুক্তি দেওয়া হয়। শেখ হাসিনার অভিযোগ, সত্য উদ্ঘাটনের জন্য তদন্ত বন্ধ করা হয়েছিল।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ইউনূস জনগণের একটিও ভোট না পেয়ে ক্ষমতায় বসেছেন। মন্ত্রিসভায় চরমপন্থীদের স্থান দেওয়া হয়েছে, দোষী সন্ত্রাসীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং সংখ্যালঘুদের উপর হামলা রুখতে সরকার ব্যর্থ।' তিনি দাবি করেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অর্থনীতি চারগুণ বেড়েছিল, কিন্তু বর্তমান সরকারে তা থমকে গেছে।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য প্রস্তাবিত নির্বাচন নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ থাকলে, কোনো নির্বাচনই বৈধ হতে পারে না।' তিনি আশঙ্কা করেন, চরমপন্থীরা ইউনূসকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্য মুখ দেখিয়ে দেশের ভিতরে মৌলবাদী প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে। তবে তিনি বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্রে অটল বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখেছেন।

নিজের শাসনকালে গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'নব্বইয়ের দশকে আমার দলই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা গণতন্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি।' তার দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বিরোধী রাজনীতির সুযোগ ছিল, যদিও কিছু দল নির্বাচন বয়কট করেছিল এবং সাধারণ মানুষের পছন্দের সুযোগ কমিয়ে দিয়েছিল।

বর্তমান সরকারের আন্তর্জাতিক অবস্থান নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'পশ্চিমী সমর্থনে ক্ষমতায় এলেও এখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ইউনূস সরকারের পদক্ষেপের নিন্দা করছে, মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদত্যাগ করছেন, সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে এবং নির্বিচারে গ্রেফতার চলছে। এর ফলে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা জরুরি, তবে ১৯৭১ সালের গণহত্যার স্বীকৃতি না দেওয়া পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনূস সরকারের তড়িঘড়ি ঘনিষ্ঠতা উদ্বেগজনক।' তিনি জানান, 'এ ধরনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কোনো অন্তর্বর্তী সরকারের নেই।' তার মতে, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ সরকার গঠিত হলেই বাংলাদেশের বিদেশনীতি জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হবে।

এই সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আইন শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর।

কৈলাসহরে প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চুরি, লক্ষাধিক টাকার

● প্রথম পাতার পর

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পান, ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সম্পূর্ণভাবে লণ্ডভণ্ড করে রাখা হয়েছে এবং আলমারিগুলি খোলা অবস্থায় রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে পরিবারের সদস্যরা ধারণা করছেন, চোরেরা বাড়ি থেকে প্রায় ২১ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ প্রায় ২০ থেকে ২১ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত চলছে। এলাকায় ক্রমবর্ধমান চুরি কাণ্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সীমান্ত প্রবেশের প্রমাণ নেই

● প্রথম পাতার পর

খবরের কোনো সত্যতা নেই।

তাঁর কথায়, এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অবাস্তব। বাংলাদেশ পুলিশ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আসেনি। প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ করা দু'জন অভিযুক্ত মেঘালয়ের গারো হিলসে পাওয়া যায়নি এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়নি, সংবাদ মাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি জানান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগ করা হয়েছিল যে মেঘালয়ে স্থানীয় সহায়করা দুই সন্দেহভাজনকে সাহায্য করেছিল। তাদের মধ্যে পুতি নামের একজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি সীমান্ত পার করার পর তাদের গ্রহণ করেছিলেন এবং স্যামি নামে এক ট্যাক্সি চালক তাদের তুরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, এসব দাবি ভিত্তিহীন। পুতি বা স্যামি কোনোভাবেই মেঘালয়ে চিহ্নিত, অনুসন্ধান বা গ্রেফতার হয়নি। এসব তথ্য কোনো প্রমাণ ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে, পুলিশ কর্মকর্তা বলেন।

একই দাবি করেছেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী-এর মেঘালয় ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ওপি উপাধ্যায়। তিনি জানান, হালুয়াঘাট সেক্টর থেকে মেঘালয়ে প্রবেশের কোনো প্রমাণ নেই। ওই ব্যক্তিদের ভারতের সীমান্ত পার করার কোনো রেকর্ড বা কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিএসএফ এ ধরনের কোনো ঘটনা সনাক্ত বা রিপোর্ট করেনি। এসব দাবি ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর, উপাধ্যায় বলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বিএসএফ শুধুমাত্র প্রমাণিত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করে এবং আমাদের সীমান্ত পরিচালনা প্রোটোকল অনুসরণ করে।

নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানান, পূর্বেও এমন মিথ্যা খবর এসেছে। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে, বাংলাদেশী সংবাদমাধ্যম একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে বিএসএফ সদস্যরা দুই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে, তবে তা পরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছিল।

বর্তমান অভিযোগ অস্বীকার করার পরও, মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে যে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যা একটি সাধারণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সক্রিয় করা হয়েছে এবং বিএসএফ-এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে সীমান্তের পথগুলো অপরাধী উপাদান দ্বারা অপব্যবহৃত না হয়।

বাড়ানো নিরাপত্তা এক ধরনের সাধারণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, এবং এটি মিথ্যা দাবির নিশ্চয়তা হিসেবে ভুলভাবে না ধরা হয়, পুলিশ কর্মকর্তা বলেন। মেঘালয় পুলিশ ও বিএসএফ উভয়ই জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তবে একমাত্র যাচাই করা তথ্যের ভিত্তিতে। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, অপ্রমাণিত তথ্য কখনোই বাস্তবতার বিকল্প হতে পারে না।

পশু চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে

● প্রথম পাতার পর

অ্যান্টিবায়োটিক সহ পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক ওষুধ ও সরঞ্জামযেগুলি সাধারণ নাগরিকের কাছে রাখা আইনত দণ্ডনীয় এবং শুধুমাত্র সরকার স্বীকৃত পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বা নিবন্ধিত চিকিৎসকদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রাম, পাহাড় ও শহরাঞ্চলে ডিগ্রি ছাড়াই নিজেকে 'ডাক্তার' পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে পশু চিকিৎসা করে চলেছেন ওই ব্যক্তি।

আরও গুরুতর অভিযোগ, তাঁর ভুল বা অনিয়ন্ত্রিত চিকিৎসার ফলে পাহাড় ও গ্রামাঞ্চলে বহু গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। যদিও এই মৃত্যুর ঘটনার নির্দিষ্ট নথি বা সরকারি তদন্ত এখনও পর্যন্ত হয়নি।সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ উঠেছে এই যে, বিভিন্ন পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের শিক্ষিত ও ডিগ্রিধারী কিছু চিকিৎসক নীরবে এই বেআইনি কার্যকলাপে সহায়তা করে চলেছেন বলে দাবি স্থানীয়দের। ফলে প্রশ্ন উঠছেএই অবৈধ চিকিৎসা ব্যবসার নেপথ্যে কি একটি বৃহত্তর চক্র সক্রিয়?এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিঠুন দাস আদতে কোনও সরকার স্বীকৃত পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তএমন কোনও তথ্য বা নথি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

তবু প্রকাশ্যেই দিনের পর দিন চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সাহস তিনি পাচ্ছেন কীভাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও।অভিযোগের তীর আরও ধারালো হয়েছে যখন জানা গেছে, বেআইনি পশু চিকিৎসার বিস্তার ঘটাতে তিনি নাকি বর্তমান প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের নাম ব্যবহার করছেন। যদিও এই বিষয়ে মন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।সব মিলিয়ে, এই ঘটনায় প্রশাসনিক উদাসীনতা, দপ্তরের নজরদারির অভাব এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা এক বিপজ্জনক চিকিৎসা ব্যবসার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন দেখারএই প্রতিবেদন প্রকাশের পর আদৌ কি টনক নড়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের, নাকি নীরবতার আড়ালেই চলতে থাকে বেআইনি চিকিৎসার এই ভয়ংকর খেলা।

রবিবার ক্রস ক্লাবের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কৌরবসক্লাবের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: কৌরবসক্লাবের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে সুভাষপল্লী, আগরতলায় অবস্থিত কৌরবসক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির সহ পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সূচি তুলে ধরেন ক্লাব সভাপতি মনিলাল বণিক ও সম্পাদক রাজেশ দে।

তাঁরা জানান, কর্মসূচির সূচনা হবে ২ জানুয়ারি থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সিক্স-এ-সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মাধ্যমে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এন্ট্রি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে ৮,০০০ টাকা এবং রানার্স-আপ দল পাবে ৫,০০০ টাকা।

এছাড়াও আগামী ১০ জানুয়ারি একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে।

পাশাপাশি এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

কর্মসূচির মধ্যে আরও থাকছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা সহ একাধিক সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতা।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এলাকার সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন এবং এই সামাজিক উদ্যোগগুলিকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে: দ্বিগবিজয় সিংয়ের সমর্থনে শশী থারুর, আরএসএস প্রশংসা নিয়ে বিতর্ক

নয়া দিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর: কংগ্রেসের ১৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে, শশী থারুর কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে দ্বিগবিজয় সিংয়ের সমর্থন জানিয়েছেন। সম্প্রতি দ্বিগবিজয় সিং বিজেপি এবং তার আদর্শিক সংগঠন আরএসএসের সংগঠন শক্তির প্রশংসা করার পর এই বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

থারুর বলেছেন, 'আমরা বন্ধু, এবং কথা বলা স্বাভাবিক। সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে — এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' কংগ্রেসের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানোর গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি, 'এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটি একটি দিন যখন আমরা আমাদের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস এবং কংগ্রেসের অবদানকে স্মরণ করি।' দ্বিগবিজয় সিং, রাজ্যসভার সংসদ সদস্য, সম্প্রতি একটি পুরনো ছবি পোস্ট করেন যেখানে ১৯৯০-এর দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি অনুষ্ঠানে কর্মী হিসেবে বসে আছেন, আর বিজেপি প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি চেয়ারপ্রীত বসে আছেন। সিং ওই ছবির ক্যাপশনে আরএসএস এবং বিজেপির সংগঠন শক্তির প্রশংসা করেন, যা কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি একটি সুক্ষ্ম বার্তা হিসেবে দেখা হয়েছিল। এই পোস্টটি কংগ্রেস কর্মসমিতির বৈঠকের সময় ছিল, যার ফলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

দ্বিগবিজয় সিং এই পোস্টটি শেয়ার করার পর রাজনৈতিক আলোচনার নতুন এক দিক উন্মোচিত হয় এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ আলোচনা আরো জোরালো হয়। পরে সিং বলেন, তিনি শুধু সংগঠন এবং তার শক্তির কথা বলেছেন, বিজেপি বা আরএসএসের প্রশংসা করেননি, কারণ তিনি তাদের বিপক্ষে।এদিকে, বিজেপি তাড়াতাড়ি সিংয়ের মন্তব্যে আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র সমালোচনা করেছে। বিজেপি দাবি করেছে যে সিংয়ের প্রশংসা হল 'রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা'। বিজেপি মুখপাত্র সি আর কেশবন টুইট করেছেন, 'রাহুল গান্ধী কি সাহসী হবেন এবং দ্বিগবিজয় সিংয়ের বিস্ফোরক 'সত্য বোমা

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১,০০০ লিটারের বেশি চুলাই মদ জব্দ, এক ব্যক্তি আটক মধুপুর থানার মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য

চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর : মাদকবিরোধী অভিযানে আবারও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল মধুপুর থানা। রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নিলেও একাংশ মাদক পাচারকারী সেই প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করছে। দ্রুত বড়লোক হওয়ার লোভে তারা যুবসমাজের হাতে মাদক তুলে দিয়ে সমাজের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করছে। তবে এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে পুলিশ শনিবার গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) আইপিএস বিকাশ সেহ্রিয়ার নেতৃত্বে মধুপুর থানার পুলিশ মধুপুর থানার অন্তর্গত বড়বাড়ি এলাকার হরিশ দেববর্মার বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে সেখান থেকে ১,০০০ লিটারেরও বেশি অবৈধভাবে তৈরি দেশি চুলাই মদ জব্দ করা হয়। পাশাপাশি মিন্টু দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে ওই বাড়ি থেকে আটক করা হয়।এসডিপিও জানান, জব্দ করা অবৈধ দেশি মদের আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সমীর সরকার নামে এক যুবক বাড়িটি ভাড়া নিয়ে সেখানে অবৈধভাবে দেশি চুলাই মদ মজুত করেছিল। মিন্টু দেববর্মার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ৪০ নম্বর বুথে 'মন কি বাত' শ্রবণ, উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১২৯তম পর্বে দেশবাসীকে সম্বোধন করেন। বছরের শেষ পর্ব হওয়ায় এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গত এক বছরে দেশের বিভিন্ন সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।এই পর্বে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে 'অপারেশন সিন্দুর'-এর কথা উল্লেখ করেন এবং একে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন। পাশাপাশি ২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন গর্বের মুহূর্ত স্মরণ করে তিনি দেশের অগ্রগতির নানা দিক তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রীর এই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪০ নম্বর বুথে সমবেতভাবে শ্রবণ করেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, মণ্ডল সভাপতি তপন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য দলীয় কার্যকর্তারা।উপস্থিত নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং দেশ গঠনে তাঁর আহ্বানকে বাস্তবায়িত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলার সুকান্ত একাডেমি হলে সদর কমিটির উদ্যোগে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করা হয়।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সুদীপ কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত দেব সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা ত্রিপুরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পাঁচ দশকের দীর্ঘ পথচলা, সংগঠনের বিভিন্ন আন্দোলন, সাফল্য এবং রাজ্যের ওষুধ ব্যবসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

বক্তারা জানান, বিগত ৫০ বছরে এই সংগঠন কেবল ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষাই নয়, পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনস্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভবিষ্যতেও সংগঠন সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়াঙ্গন

জেআরসি-র সদস্যদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীতের দুপুর। বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যাট বল নিয়ে মাঠে নেমে নিজেদের মধ্যে একটা দিন কাটানোর আনন্দটাই আলাদা। সম্পূর্ণ বিনোদনকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা সাংবাদিকদের বিনোদন ক্লাব যার নাম 'জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব'।

সকল সদস্যরা আজ, রবিবার হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও বিশেষ করে কলম, ক্যামেরাকে গ্যালারিতে ব্যাগে রেখে হাতে ব্যাট বল নিয়ে মাঠে নেমে অনেকটা শীতকালীন পিকনিকের আমেজে প্রত্যেকেই দিনটা কাটিয়েছেন। প্রস্তাবটা যেমন সম্পাদক অভিষেক দে-র থেকে এসেছে, তেমনি পুরো আয়োজনটাকে ফলপ্রসু করে তুলতে তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য। প্রথমত বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও মেঘধন দেব কে যথাক্রমে জেআরসি-এ এবং জেআরসি-বি টিমের অধিনায়কের স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে দু-টো দল গঠন থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ২০-২০ ফরম্যাটে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে স্কোর-কার্ডের হিসেবে জয়-পরাজয়ের ফয়সালা চোখে পড়লেও বিষয়টা আজ ছিল সম্পূর্ণ পরোক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেকে আনন্দটাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে, নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলেছেন।

ম্যাচের শেষে মাঠেই অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সেরা খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফিও জিতে সবাই একত্রিতভাবে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন।

শেষ পর্যায়ে জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রয়াসে এক দিবসীয় বিনোদন একতার মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান রেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

টিটিএ আয়োজিত অরুণ ভৌমিকমেমোরিয়াল স্কুল টেনিস সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আজ ৬তম অরুন কান্তি ভৌমিক স্মৃতি স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ এর সকাল ৯ ঘটিকায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ। বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রতাপগড় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী ঋত্বিকা দাস এবং বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেন্দ্রীয় ও এন জি সি এ-র ছাত্র মাইফাঙ্গ দেববর্মা। বালিকা বিভাগে ঋত্বিকা দাস ৯ - ৭ সেট পয়েন্টে ডনবস্কো স্কুলের ছাত্রী অভিষিক্তা চৌধুরীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বালক বিভাগে মাইফাঙ দেববর্মা ৯ - ২ সেট পয়েন্টে ডনবস্কো স্কুলের ছাত্র উইলিয়াম দেববর্মাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাচ শেষে বিকাল ৪ টায় হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, সহ সভাপতি তড়িৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা, যুগ্ম সম্পাদক চিন্ময় দেববর্মা, কার্যকরী সদস্য অমিয় কুমার দাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা প্যারা অলিম্পিকের সভাপতি ডাঃ কনক চৌধুরী সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। সকালের রাউন্ড আপের ম্যাচ থেকে সেমিফাইনাল সর্বশেষ ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং তাদের আগামীদিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করছে ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন।

প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহন করেছে উদাহরণ স্বরূপ ডনবস্কো, প্রতাপগড় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, হোলি ক্রস, দিল্লী ওয়ার্ল পাবলিক স্কুল, প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির, অক্সিলিয়াম, কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুল এবং আগামী দিনের রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীরা আরও বেশি এগিয়ে যাবে খেলা ধূলায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এই আশা ব্যক্ত করে সংক্ষিপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বিশ্রামগঞ্জে আয়োজিত হাফ ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন নবগ্রামের আকাশ বর্মন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্রামগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। রাজ্যের এবং বহিরাজের বিশিষ্ট অ্যাথলেটরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বেশ সুনামের সঙ্গে পদক জিতে পাশাপাশি প্রাইজ মানিও জিতে নিয়েছে। দ্য ফাইভ এ এম সংস্থা আয়োজিত ২১ কিলোমিটার দূরত্বের এই হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা ঘিরে বিশ্রামগঞ্জে ছিল যথেষ্ট তারকা অ্যাথলেটদের সমাবেশ। বেশ সাফল্যের সঙ্গে নবগ্রাম ডেডিকেটেড কোচিং সেন্টারের আকাশ বর্মন প্রথম স্থান অধিকার করে সুদৃশ্য ট্রফি সহ চার হাজার টাকা প্রাইজমানি জিতে নিয়েছেন। মেঘালয়ের শিলং থেকে আগত রোমিও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ট্রফি সহ ২ হাজার টাকা প্রাইজ মানি পেয়েছেন। এডি নগর কোচিং সেন্টারের নিশান্ত মজুমদার পেয়েছেন তৃতীয় স্থানের পুরস্কার সঙ্গে প্রাইজমানি এক হাজার টাকা। প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান থেকে দশম স্থান পর্যন্ত যথাক্রমে নীলকান্ত দেবনাথ, আলিফ মিয়া, জিতেন দেববর্মা, সব্যসাচী চক্রবর্তী, রাজকুমার দেববর্মা, ইমরান দেববর্মা এবং শান্ত দেবনাথ প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে বিশেষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজ মানি তুলে দেন। সঙ্গে প্রত্যেককে প্রদান করেন প্রশংসাপত্র। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

রেফারি এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা রেফারিজ এসোসিয়েশনের (টিআরএ) আগামী তিন বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রাক্তন জাতীয় রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী ও সচিব নারায়ণ দে নির্বাচিত হয়েছেন। রবিবার টিআরএ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১১ সদস্যের কমিটির দুই সহ-সভাপতি দিলীপ সাহা ও সঞ্জিব নিয়োগী, দুই যুগ্ম সম্পাদক খোকন সাহা ও অভিজিৎ দাস, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত দত্তরায় ও চারজন সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা, ধনঞ্জয় রিয়াং, সুশান্ত সাহা ও ইশানী দে নির্বাচিত হন। নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়ায় সভাপতি ছিলেন টিআরএ''র সিনিয়র সদস্য সরযূ চক্রবর্তী। তিনি সংস্থার ইন্টারনেল অডিটর হিসেবেও মনোনীত হন।

এর আগে গত চার বছরের সচিবের প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষের সাড়ে সাত লক্ষ টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব আলেচনার পর গৃহীত হয়। এদিনের সভায় আমন্ত্রিত হিসেবে ছিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সভাপতি প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী ও যুগ্ম-সচিব তপন সাহা। সকলেই রাজ্যের রেফারিদের মানের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সচিবের প্রতিবেদনে জানানো হয়, রাজ্যে ফুটবল রেফারিদের সার্বিক উন্নয়নে গত কয়েক বছরে বর্তমান পরিচালন কমিটি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছে। যার ফলে রাজ্যে রেফারিদের সংখ্যা যেমন প্রতি বছর বেড়েছে, এরসাথে রেফারিদের মানের উন্নয়নও ব্যাপক ভাবে হয়েছে।

যার পুরো কৃতিত্ব হেড অব রেফারি বিশ্বজিৎ সাহা সহ রাজ্যের সিনিয়র একঝাঁক রেফারিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফল। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রেফারিজ এসোসিয়েশনকে দিয়েছে। এতে টিআরএ''র দীর্ঘ বহু বছরের একটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

এজন্যে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের প্রতি টিআরএ''র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। রেফারিদের মানের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় তিনদিনের সেমিনার টিআরএ''র পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এতে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ইনস্ট্রাক্টর জয়চন্দ্র সিং-এর তত্ত্বাবধানে ক্লাস ও প্রেকটিক্যাল হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় সহ টিএফএ''র কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। গত কয়েক বছর নিয়মিত ভাবে রেফারিদের পরীক্ষা হয়েছে। লেভেল ফাইভ পরীক্ষা ও আপগ্রেডেশন ২০২২ হয় সদর, ধর্মনগর ও বিলোনীয়াতে।

নতুন রেফারিদের পরীক্ষা ও আপগ্রেডেশন পরীক্ষা ২০২৩ হয় উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা ও পশ্চিম জেলাতে। নতুন রেফারিদের পরীক্ষা ও আপগ্রেডেশন পরীক্ষা ২০২৫ হয় রাজধানীর আস্তাবলের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে।

গুয়াহাটিতে জোনাল রেফারি ফিটনেস-এ ত্রিপুরা থেকে চারজন রেফারিকে টিএফএ''র সহযোগিতায় পাঠানো হয়। এতে অসীম বৈদ্য, পল্লব চক্রবর্তী ও আদিত্য দেববর্মা পাশ করেন। ওই তিনজনকে পরবর্তী সময়ে গোয়ালিয়রে লেভেল ফাইভ পরীক্ষায় যান। এরমধ্যে পল্লব চক্রবর্তী ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করলেও লিখিত পরীক্ষায় উত্তির্ন হতে পারেন নি। ২০২৫ সালে আদিত্য দেববর্মাকে গোয়ালিয়রে পাঠানো হলেও ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে পারেন নি। ২০২৬ সালে আদিত্য দেববর্মা, পল্লব চক্রবর্তী ও বিপ্লব সিনহা এই তিনজনের নাম নেশন্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ওই তিনজন পাশ করবে এবং রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে। ২০২৪ সালে রেফারি এসেসার পরীক্ষার জন্য হেড অব রেফারি বিশ্বজিৎ সাহা ও প্রাক্তন জাতীয় রেফারি অভিজিৎ দাসের নাম পাঠানো হয়েছিল। এবছর ২০২৫ সালে রেফারি এসেসার ও রেফারি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে প্রাক্তন জাতীয় রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় ও রক্তিম সাহার নাম পাঠানে হয়। সব মিলিয়ে রাজ্যের ফুটবল রেফারিদের মানোন্নয়নে টিআরএ''র পক্ষ থেকে আগামীদিনেও বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

টি২০ বিশ্বকাপের পর ভারতের এক দিনের দল থেকেও বাদ পড়তে পারেন পন্থ! আগরকর, গম্ভীরদের নজরে 'অবাধ্য' ক্রিকেটার

ঋষভ পন্থের উপর কি ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকরেরা? ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাননি পন্থ। এ বার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের দল থেকেও বাদ পড়তে পারেন তিনি। জানা গিয়েছে, পন্থকে শুধুমাত্র লাল বলের ক্রিকেটের জন্যই ভাবছেন গম্ভীর, আগরকরেরা।

১১ থেকে ১৮ জানুয়ারি নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ খেলবে ভারত। তার আগে আপাতত বিজয় হজারে ট্রফি খেলছেন পন্থ। সেখানে দিল্লির হয়ে দুই ম্যাচে ৫ ও ৭০ রান করেছেন। ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। সেই কারণেই হয়তো পন্থের কথা ভাবা হচ্ছে না।

পন্থ শেষ বার ২০২৪ সালের ৭ অগস্ট শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন। তার পর থেকে আর ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সুযোগ পাননি তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক দিনের দলে থাকলেও খেলার সুযোগ পাননি পন্থ। ভারতের এক দিনের দলে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব সামলান লোকেশ রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অধিনায়কত্বও করেছেন তিনি। পন্থের মতোই নীচের দিকে খেলেন রাহুল। ফলে এই ফরম্যাটে ভারতীয় দলে পন্থের খেলার সুযোগ পাওয়া কঠিন। সেই কারণেই হয়তো তাঁকে দলেই রাখতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। শুধু টেস্ট দলের জন্যই ভাবা হচ্ছে পন্থের নাম।

পন্থকে না নিলে জায়গা খুলে যেতে পারে ঈশান কিশনের। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে তিনি ফিরেছেন। এ বার ৫০ ওভারের ক্রিকেটেও শিকে ছিঁড়তে পারে তাঁর। শেষ বার ২০২৩ সালের ১১ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন ঈশান। তার পরে বোর্ডের নির্দেশ না মানায় দল থেকে বাদ পড়েন। আবার নির্বাচক ও প্রধান কোচের চোখে পড়েছেন 'অবাধ্য' ক্রিকেটার। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বাধিক রান করেছেন ঈশান। ঝাড়খণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন তিনি। পরে বিজয় হজারেতেও ফর্মে রয়েছেন। কর্নাটকের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৩ বলে শতরান করেছেন। সেই কারণেই এই বাঁহাতি ব্যাটারের দিকে ঝুঁকছে ম্যানেজমেন্ট। পাশাপাশি ঈশান ওপেন করেন। যদি কোনও কারণে শুভমন গিল বা যশস্বী জয়সওয়াল না খেলতে পারেন, তা হলে রোহিত শর্মার সঙ্গে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে।নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে দলে ফিরতে পারেন শুভমন। ঘাড় ও পায়ের চোট কাটিয়েছেন তিনি। নেটে অনুশীলন করছেন। বিজয় হজারেতেও খেলার কথা রয়েছে ভারতের এক দিনের অধিনায়কের। সহ-অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারেরও পাঁজরের চোট সেরেছে। তবে তাঁর ফেরা এখনও অনিশ্চিত। চিকিৎসকেরা ছাড়পত্র দিলে তবেই খেলতে পারবেন শ্রেয়স।

মেলবোর্নে দু'দিনে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ভারতের উপর চাপ বাড়াল ইংল্যান্ড, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট তালিকায় কে কোথায়

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র দু'দিনে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। শনিবার তারা জিতেছে চার উইকেটে। এই জয় ইংল্যান্ডের কাছে স্বস্তিদায়ক। কারণ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভাল জায়গায় ছিল না তারা। চাপ বাড়ল ভারতের। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমে গেল শুভমন গিলের দলের।

এই ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ ছিল ১০০। একটিও ম্যাচে হারেনি তারা। তা কমে গেল শনিবার। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ এখন ৮৫.৭১। তবে ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে এখনও তারাই সকলের চেয়ে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া সাতটি ম্যাচ খেলে হেরেছে মাত্র একটিতে।

বেন স্টোকসের দলের পয়েন্ট হল ১২। পয়েন্ট শতাংশ হল ৩৫.১৮। এই জয়ের পরেও তারা রয়েছে সপ্তম স্থানে। ৯টি ম্যাচের মধ্যে ৩টি জিতেছে তারা। ভারত রয়েছে ইংল্যান্ডের উপরেই। ৯টি ম্যাচের মধ্যে ৪টি জিতেছেন শুভমনেরা। ভারতের পয়েন্ট শতাংশ ৪৮.১৫। ভারতের আগে পঞ্চম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। তারা ২টি ম্যাচ খেলে একটিতে জিতেছে। পয়েন্ট শতাংশ ৫০।

সিডনিতে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট হবে। সেই ম্যাচও যদি ইংল্যান্ড জেতে তা হলে ভারতের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমিয়ে ফেলতে পারবে তারা। তবে ভারতের কাছে পরের সিরিজগুলি খুব একটা কঠিন নয়।

হার দিয়ে কোচিং জীবন শুরু সৌরভের, নিলাম টেবিলে নজর কাড়লেও মাঠে দাগ কাটতে পারল না দাদার দল

এর আগে আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর ও ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকা পালন করলেও কোনও দিন সরাসরি কোচের ভূমিকায় দেখা যায়নি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। প্রথম বার সেই দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে। নিজের কোচিং জীবনের প্রথম ম্যাচ হারলেন সৌরভ। জোহানেসবার্গ সুপার কিংসের কাছে হারল তাঁর দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস।নিলাম টেবিলে নজর কেড়েছিলেন সৌরভ। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, কেশব মহারাজের মতো ক্রিকেটার কিনেছিলেন তিনি। যথেষ্ট শক্তিশালী দল ছিল। কিন্তু মাঠে দাগ কাটতে পারল না সেই দল। ফলে জোহানেসবার্গের কাছে ২২ রানে হারতে হল।

প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান করে জোহানেসবার্গ। রাইলি রুসো ৪৮ ও উইয়ান মুল্ডার ৪৩ রান করেন। শেষ দিকে আকিল হোসেন ১০ বলে ২২ রানের ইনিংস খেলেন। মহারাজ একটিও উইকেট পাননি। সুপারস্পোর্ট পার্কের উইকেটে রান তাড়া করা সহজ। কিন্তু সেটাই করতে পারল না প্রিটোরিয়া।

তাদের শুরুটা অবশ্য ভাল হয়েছিল। দুই ওপেনার উইল স্মিদ ও ব্রাইস পার্সনস ৭১ রান যোগ করেন। পাওয়ার প্লে-তে ওঠে ৪৮ রান। কিন্তু নবম ওভারে স্মিদ আউট হওয়ার পরেই ছবিটা বদলে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো জানসেনের যমজ ভাই ডুয়ান জানসেনের ধাক্কা সামলাতে পারেননি প্রিটোরিয়ার ব্যাটারের। ৭১ রানে ১ উইকেট থেকে ৮৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় তাদের। পার্সনস, শাই হোপ, কোনর এস্থেরহুইজেন ও ড্যানিয়েল স্মিথকে আউট করেন ডুয়ান। চার ওভারে ২৩ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন তিনি। ব্রেভিসের উপর ভরসা ছিল। কিন্তু তিনিও মাত্র ৬ রান করে আউট হন। ডুয়ান ছাড়া আর এক পেসার রিচার্ড গ্লিসন নজর কাড়েন। চার ওভারে ৩৩ রান দিয়ে তিনি ২ উইকেট নেন।

গত বার পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ নম্বরে শেষ করেছিলেন প্রিটোরিয়া। তাই জোনাথন ট্রটকে সরিয়ে এ বার সৌরভকে কোচ করেছিল তারা। সৌরভও হার দিয়ে শুরু করলেন। সোমবার দু'বারের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে খেলবে প্রিটোরিয়া। এখন দেখার সেই ম্যাচে সৌরভ জয়ে ফিরতে পারেন কি না।

গুরু গম্ভীরে আস্থা হারাচ্ছে বোর্ড? দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে চুনকাম হওয়ার পরেই বিকল্পের খোঁজ, কোচ হতে রাজি নন সৌরভের প্রাক্তন সতীর্থ

এখনও দু'বছর চুক্তি বাকি আছে তাঁর। পদ নিয়েও খুব একটা অনিশ্চয়তা নেই। তবে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরের বিকল্প খোঁজার চেষ্টা ইতিমধ্যেই চালিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষ হওয়ার পরেই চেষ্টা করা হয়েছে বিকল্প খোঁজার। রাজি হননি প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ। আপাতত অপেক্ষা করা হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

সাদা বলের ক্রিকেটে গম্ভীরের সাফল্য যতটা ভাল, লাল বলের ক্রিকেটে ততটাই খারাপ। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার ভাবতে বাধ্য করেছে বোর্ডকর্তাদের। মুখে তাঁরা গম্ভীরের পাশে থাকলেও, ভেতরে ভেতরে বিকল্প খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছেন বলে সংবাদ সংস্থার খবর। কথা বলা হয়েছিল লক্ষ্মণের সঙ্গে। তিনি শুভমন গিলদের দায়িত্ব নিতে রাজি হননি।

ভারতীয় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গম্ভীরই সঠিক লোক কি না, তা নিয়ে এখনও বোর্ডের অন্দরে দ্বিমত রয়েছে। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ ড্র করে আসার পর ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের হাতে চুনকাম হয়েছে দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য থেকে বেশ কিছুটা দূরে তারা। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "বোর্ডের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা এখনও গম্ভীরের উপরেই ভরসা রাখছে। যদি ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে বা ফাইনালে ওঠে, তা হলে চুক্তির পুরো মেয়াদ গম্ভীরের থাকা নিশ্চিত। তবে টেস্টে কোচ থাকবে কি না সেটা বলার সময় এখনও আসেনি।"

ওই সূত্র আরও বলেছেন, "গম্ভীরের সুবিধা হল, এখনই বোর্ডের হাতে তেমন বিকল্প নেই। ভারতের টেস্ট দলকে কোচিং করাতে আগ্রহী নয় লক্ষ্মণ।"

সংবাদ সংস্থার খবর, সাজঘরের পরিস্থিতিও যে পুরোপুরি স্বাভাবিক এমন বলা যাবে না। গম্ভীরের জমানায় কোনও ক্রিকেটারই নিরাপদে দিন কাটাতে পারছেন না। ভাল খেলতে না পারলেই দল থেকে ছাঁটাই হওয়ার ভয় রয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে শুভমন গিলের বাদ পড়া সেই ভয় আরও উস্কে দিয়েছে।

রাহুল দ্রাবিড়ের সময়ে পরিস্থিতি আলাদা ছিল। ব্যর্থ হলেও ক্রিকেটারদের সময় দেওয়া হত নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। তবে গম্ভীর জমানায় সে সব সুযোগ কেউই বেশি পাচ্ছেন না। প্রতিটি দল নির্বাচনই জন্ম দিচ্ছে একাধিক প্রশ্নের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আইপিএল চলবে আড়াই মাস। দেশের কোনও খেলা নেই। তাই বোর্ডের হাতে অনেকটাই সময় রয়েছে বলে ক্রিকেটমহলের ধারণা। বিশ্বকাপের উপরেই গম্ভীরের কোচ থাকা নির্ভর করবে বলে সংবাদ সংস্থার খবর।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নতুন ত্রিপুরার লক্ষ্য বাস্তবায়ণে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫ রাজ্যের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হল। এই সামিট কেবলমাত্র একটি সংযোগ নয়, বরং প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিনিয়োগকে রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার একটি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ। আজ আগরতলা পোলো টাওয়ারে সুশাসন দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন (টিআইএফটি)-এর উদ্যোগে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫ এ প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রথমেই প্রয়াত রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং নতুন ত্রিপুরার লক্ষ্য বাস্তবায়ণে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ত্রিপুরা শিল্প, অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন ও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ব্যবসা সংস্কার ও ডিরেগুলেশন প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম ” সোয়াগাত” এর মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ ও সময়বদ্ধ করা হয়েছে। মানুষ আর আগের মত হয়রানির শিকার হচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি উদীয়মান শিল্প ও বিনিয়োগ গন্তব্য। রাবার, বাঁশ, আগর, চা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, হস্তশিল্প, পর্যটন ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প পার্ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, স্টার্ট-আপ নীতি ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিককে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিট্যাল পরিকাঠামোর বিকাশে ত্রিপুরা দ্রুত এগিয়ে চলছে। আইটি নীতি, ডেটা সেন্টার নীতি, স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরা একটি হেলথ হাব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র, ইকো-ট্যুরিজম ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করছে। পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন। প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের অভিজ্ঞতা, সহযোগ ও বিনিয়োগ ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়ক হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার সহযোগিতা, সহায়তা ও নীতিগত সমর্থন প্রয়াণে আন্তরিক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সামিটে অংশগ্রহণকারী সকল প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্বাস্থ্য মিশনের এমডি সাজু বাহিদ এ। ভার্চুয়ালি সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানাজী প্রমুখ।

উদয়পুরে বাইকের ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত অভিযুক্ত বাইক আরোহী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর: উদয়পুরে ফের মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা। উদয়পুরের খিলপাড়া—তালতলা এলাকায় একটি দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় রেনুকা পাল (৮৫) নামে এক বৃদ্ধা মহিলার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত রেনুকা পাল খিলপাড়া বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত বাইক আরোহীর নাম জুটন দাস(১৮)। দুর্ঘটনার পর কাকরাবন থানার পুলিশ তাকে আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতি ও অসাবধানতাই এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলা কংগ্রেস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং দলের আদর্শ ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

পরে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীঘাটে গিয়ে রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীজির সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ করেন এবং দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধান রক্ষায় দলীয় আদর্শে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

চুরির আতঙ্কে চুরাইবাড়ি ও কদমতলা, দু’দিনে আগর গাছ লুটে ক্ষোভে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর:উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ক্রমাগত চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রায় প্রতিরাতেই জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটছে। একদিন চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটলে, পরদিনই একই ধরনের ঘটনা ঘটছে কদমতলা থানা এলাকায়। ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

জানা গেছে, গত দু’দিন আগে চুরাইবাড়ি থানাধীন শ্মশান কালীবাড়ি সংলগ্ন তিনটি বাড়িতে সন্ধ্যা নাগাদ চুরির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই পরদিন রাতে কদমতলা থানাধীন বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝেরঝেরি ৩ নম্বর ওয়ার্ডে আরও একটি বড়সড় চুরির ঘটনা ঘটে।

ওই এলাকার বাসিন্দা সুলতান আহমেদের আগর বাগান থেকে চোরের দল দু’দিনে মোট ২২টি দামী আগর গাছ কেটে নিয়ে যায়। প্রথম রাতে ছয়টি গাছ চুরি যাওয়ার পর তিনি কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ করার পরও পুলিশি তৎপরতা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি বলে অভিযোগ।

এর সুযোগ নিয়ে পরদিন রাতেই চোরেরা একই বাগান থেকে আরও ১৬টি দামী আগর গাছ কেটে নিয়ে চম্পট দেয়।

বাগান মালিকের দাবি, চুরি যাওয়া আগর গাছগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক আট থেকে দশ লক্ষ টাকা।

পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করলেও, এলাকাবাসীদের অভিযোগ তদন্ত ছিল নামমাত্র। সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরাইবাড়ি ও কদমতলাদুই থানার পুলিশই চোরদের কোনও হদিস করতে পারেনি।

এলাকাবাসীদের ধারণা, স্থানীয় কোনও চোরচক্রই এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত। ভুক্তভোগীদের দাবি, পুলিশ চাইলে খুব সহজেই এই চোরচক্রকে চিহ্নিত করে দমন করতে পারে। তবে অবিলম্বে রাতকালীন পুলিশি টহল ও নজরদারি জোরদার না করা হলে সাধারণ মানুষ আরও বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি ঢুকল ঘরে আহত চার

কুমারঘাট, ২৮ ডিসেম্বর : পেঁচারতল থানাধীন শান্তিপুর গেট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে চলাচলকারী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা ছেড়ে সরাসরি একটি বসতঘরে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং গুরুতর আহত হন চারজন।

স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, লরিটি কুমারঘাট দিক থেকে পেঁচারতলের অভিমুখে আসছিল। শান্তিপুর গেট এলাকায় পৌঁছানোর সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরপরই চালক ও সহচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

আহত চারজনকে সঙ্গে সঙ্গে পেঁচারতল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কৈলাসনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসকরা। আহতরা পেশায় শ্রমিক বলে জানা গেছে।

এদিকে, উনকোটি জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক সড়ক দুর্ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। জাতীয় সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

২৯ জানুয়ারি থেকে ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: ৩৬তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা আগামী ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এই মেলার আয়োজন করবে। ১৫ দিনব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা চলবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আজ দুপুরে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান নিগমের বোর্ড অব ডিরেক্টর মিহির সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ অনলাইন সিস্টেমে ৩৬তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলার

নালকাটা এলাকা এপি-সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: ধলাই জেলার নালকাটার আঞ্চলিক বিদেশী শূকর প্রজনন কেন্দ্রে অস্বাভাবিক মৃত শূকরগুলির দেহে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার-এর জীবানু পাওয়া গেছে। তাই নালকাটাকে এই সংক্রামক রোগের এপি-সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করে ত্রিপুরা সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এপি-সেন্টারের ১ কিমির মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলিকে ”ইনফেক্টেড জোন” এবং ১০ কিমি-র মধ্যে অবস্থিত সমস্ত গ্রামগুলিকে ”সার্ভেলেন্স জোন” হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব ”ইনফেক্টেড বা সংক্রামিত জোন” এর জন্য যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তা হচ্ছে ১) সংক্রমিত এলাকার সমস্ত শূকর মানব চালিত পদ্ধতিতে ধ্বংস করা হবে, মাটিতে পুঁতে ফেলে বা আগুণে পুড়ে ফেলে। ২) এই এলাকা থেকে কোন জীবিত শুকর বা শুকরের খাদ্য কিংবা শুকরের মাংস বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না বা বাইরে থেকে এখানে আনা যাবে না। ৩) কোন মালবাহী বা প্রাণীবাহী গাড়ি এখান থেকে কোন শুকর বহন করে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না বা বাইরে থেকে এখানে আনতে পারবে না। ৪) তবে গাড়ি বা রেলের মাধ্যমে অন্য জায়গা থেকে সংক্রামিত এলাকার মধ্য দিয়ে প্রাণী (শূকর) পরিবহণ করা যাবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেওয়া স্যানিটেশন সার্টিফিকেট দেখিয়ে। ৫) আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলে কোন শূকর জীবিত বা মৃত অবস্থায় সেটিকে অন্য কোথাও সরানো যাবে না। ৬) আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার-এর সংক্রমণ হলে বা সংক্রমিত হয়েছে বলে সন্দেহ হলে সংক্রমিত প্রাণীর সংস্পর্শে আসা কোন প্রাণীর (শূকর) খাদ্য, বাসস্থানের জিনিসপত্র, মৃতদেহ, চামড়া ইত্যাদি পরিবহণ করা যাবে না। ৭) কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সংক্রমিত এলাকায় প্রাণীর বাজার, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করতে পারবে না যেখানে একাধিক প্রাণীর জমায়েত হবে। তবে প্রাণী চিকিৎসক জনস্বার্থে চাইলে কোন আবেদনের ভিত্তিতে বা তার প্রয়োজন মনে করলে শূকর ছাড়া অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে সেব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিতে পারে। ৮) কোন ব্যক্তি কোন বাজারে, মেলায়, প্রদর্শনীতে বা জন সমাগমে কোন সংক্রামিত বা সংক্রমণের সন্দেহ থাকলে সেরকম প্রাণীকে আনতে পারবে না। ৯) এক্ষেত্রে প্রাণী চিকিৎসককে তার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবেন পুর/পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন, রাজস্ব ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকগণ। ১০) সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন প্রাণীর দেহ বা কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি কেউ নদী-নালা বা জলাশয়ে ফেলে দেয় কিংবা ফেলার আদেশ/ অনুমোদন দেয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে প্রাণীর সংক্রমণ রোগ প্রতিরোধক আইন-২০০৯ এ অপরাধী বলে বিবেচনা করা হবে এবং তার জেল বা জরিমানা কিংবা উভয় হতে পারে। ১১) উক্ত আইনে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা তথা অন্যান্য আধিকারিকগণ তাদের ক্ষমতাবলে দায়িত্ব পালনের সময় তাদেরকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি বলে গণ্য করা হবে।

তেমনি ”সার্ভেলেন্স জোন” এর জন্য বলা হয়েছে- ১) সংক্রমিত জোন-এর জন্য ধার্য্য সমস্ত নিষেধাজ্ঞা এখানেও বলবৎ হবে, শুধুমাত্র এক্ষেত্রে ১০নং নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। ২) এই জোন-এর সমস্ত পশুকে নজরদারির আওতায় রাখা হবে। ক্লিনিক্যাল, ভিরোলোজিক্যাল এবং সেরোলোজিক্যাল নজরদারিতে রাখা হবে এদের। ৩) যে সমস্ত শূকর বন এলাকার কাছাকাছি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি থাকবে সংশ্লিষ্ট বন আধিকারিকের সাথে পরামর্শক্রমে।

উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত জোলাইবাড়ী সাহাপাথর এলাকার মানুষ

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী বিধানসভার সাহাপাথর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাম আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী শাসনকালকোনো সময়েই এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কার্যত বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি সাধারণ মানুষের।

২০২৩ সালে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকারের প্রত্যাবর্তনের পর জোলাইবাড়ী বিধানসভার বিধায়ক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মন্ত্রী হওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছিল। স্থানীয়দের ধারণা ছিল, মন্ত্রীর নিজস্ব বিধানসভা হওয়ায় এবার অন্তত রাস্তা, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে সেই আশা আজও অধরাই থেকে গেছে বলে অভিযোগ।

বর্তমানে সাহাপাথর এলাকার পরিস্থিতি এমন যে, কোথাও কোথাও দেখে মনে হয় যেন এখানে মানুষের বসবাসই নেই। রেললাইন সংলগ্ন এই অঞ্চলটি কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভয়াবহ বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই ক্ষত আজও পূরণ হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। কাঁচা ও ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে প্রতিদিনের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের। বিশেষ করে শিশুদের স্কুলে যাওয়া-আসা বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সাহাপাথর এলাকায় অবস্থিত রাজকুমার রজোয়া পাড়া স্কুলে পড়ুয়াদের কাদামাটি ও জল জমা রাস্তা পেরিয়েই যেতে হয়। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অনেক সময় অভিভাবকরা বাধ্য হয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ রাখেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বহুবার জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্তের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। তাপস দত্তের আচরণে মর্মাহত

দেরাদুনে আদিবাসী ছাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদে আগরতলায় মোমবাতি মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: দেরাদুনে আদিবাসী ছাত্র এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে আগরতলা শহরে মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ইন্ডিজেনিয়ার্স স্টুডেন্ট ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং অল দ্য ইন্ডিজেনিয়ার্স পিপলস অফ ত্রিপুরার সহযোগিতায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কয়েকদিন আগে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অধ্যয়নরত এঞ্জেল চাকমাকে বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতেই এই মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মোমবাতি মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ইউথ তিপ্রা ফেডারেশনের সভাপতি সুরজ দেববর্মা, ত্রিপুরা আদিবাসী স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া সহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ব ও ছাত্রছাত্রীরা। মিছিলটি আগরতলার আস্তাবল ময়দানের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে গিয়ে শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীরা হাতে মোমবাতি নিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানান এবং নিহত ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পড়াশোনা করতে যাওয়া আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

টিএসইউ’র শোকজ্ঞাপন ও ন্যায়বিচারের দাবি, এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুতে তীব্র নিন্দা

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : ত্রিপুরার বাসিন্দা ও উত্তরাখণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ুয়া আদিবাসী ছাত্র এঞ্জেল চাকমার মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (টিএসইউ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার প্রকাশিত এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনটি এই ঘটনাকে বর্ণবিদ্বেষমূলক সহিংসতার জঘন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

টিএসইউ জানিয়েছে, বর্ণবিদ্বেষমূলক গালিগালাজের পর নির্মম হামলার শিকার হয়ে অঞ্জেল চাকমা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় একটি হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সংগঠনটি গভীরভাবে মর্মাহত এবং সমগ্র আদিবাসী ছাত্রসমাজ শোক ও ক্ষোভে আচ্ছন্ন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এঞ্জেল শুধুমাত্র একজন ছাত্র ননতিনি ছিলেন একজন পুত্র, একজন ভাই এবং একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ, যিনি উন্নত ভবিষ্যতের আশায় নিজের রাজ্যের বাইরে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। পরিচয়, চেহারা বা পটভূমির কারণে কারও ওপর সহিংসতা চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।”

সংগঠনটি আরও জানায়, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা এখনও গুরুতর নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হচ্ছেন। এটি কেবল একজন ব্যক্তির ওপর আক্রমণ নয়, বরং মানবতা ও সমতার ওপর সরাসরি আঘাত।

টিএসইউ এঞ্জেল চাকমার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে জানিয়েছে যে তারা এই অপূরণীয় ক্ষতির সময় পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একই সঙ্গে সংগঠনটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

প্রশাসনের উদ্দেশে টিএসইউ’র আবেদন, বর্ণগত বৈষম্য ও ঘৃণাজনিত সহিংসতা রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সারা দেশে আদিবাসী ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সংগঠনটি সকলের প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে কণ্ঠস্বর তোলার এবং ন্যায়বিচারের দাবিকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছে।

গীতা জয়ন্তী উদযাপন—২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ ডিসেম্বর: গীতা জয়ন্তী উদযাপন—২০২৫ উপলক্ষে আজ কল্যাণপুর যেন শুধুই একটি জনপদ নয়, বরং এক পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডস্থিত সুবিশাল অনুষ্ঠান মঞ্চ ও তার আশপাশের এলাকা জুড়ে উপচে পড়ে মানুষের ঢল। সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের মিলনমেলায় মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হলেও, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ভক্তপ্রাণ মানুষের একটাই গন্তব্য ছিল গীতা জয়ন্তী উদযাপন মঞ্চ। সকাল থেকেই শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সারা দিনব্যাপী রাজ্যের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের মহারাজগণ গীতা ও ভাগবত প্রবচনের মাধ্যমে ধর্মীয় বার্তা প্রদান করেন। পাশাপাশি গুণী শিল্পীদের কণ্ঠে ভজন ও নামসংকীর্তনে মুখরিত থাকে কল্যাণপুরের আকাশ-বাতাস।

সন্ধ্যা নাগাদ অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ভগবত দাস ব্রহ্মচারী ওরফে ভারতের বিস্ময় বালক ভক্ত ভগবত মঞ্চে উপস্থিত হতেই দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সী এই বিস্ময় বালকের প্রবচন ও সঙ্গীত পরিবেশনা ভক্তদের গভীরভাবে আপ্লুত করে।

উল্লেখ্য, গীতা জয়ন্তী উদযাপন ঘিরে বিগত কয়েকদিন ধরেই কল্যাণপুর সহ খোয়াই জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সাড়া মিলছিল।

প্রথম দিনেই সেই প্রত্যাশা সফলতায় পরিণত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, স্বামী বুধি সদানন্দ, প্রজ্ঞাময়ী মাতা, গঙ্গা মাতা, শ্রী শ্রী কৃষ্ণ মহারাজ-সহ একাধিক বিশিষ্ট সাধক ও সাধ্বীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে বিশেষ মর্যাদা দেয়।

প্রভাতফেরী, সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ, ধর্মীয় প্রবচন, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও ভজন-কীর্তন সহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় থাকে। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীকালও একইভাবে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

মনিপুরী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পদযাত্রা টিএমসাই(কা)-র চতুর্থ সম্মেলনকে সামনে রেখে জোরদার আন্দোলনের ডাক

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর : মনিপুরী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বহুস্তরীয় শাসনের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা মনিপুরী ছাত্র—যুব সমন্বয় কমিটি গুটিএমসাই(কা)গ্ন-র উদ্যোগে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। টিএমসাই(কা)-র চতুর্থ সম্মেলনকে সামনে রেখে এই পদযাত্রা আগরতলার রাধা মাধব মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে মনিপুরী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতেই এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। পদযাত্রার মাধ্যমে চার দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে স্বশাসিত মনিপুরী উন্নয়ন পরিষদ গঠন, শিক্ষা, চাকরি ও জনপ্রতিনিধিত্ব সহ সকল ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক সংরক্ষণ চালু করা, সংবিধানের ধারা ২৪৭ ও ৩৫০(ক) অনুযায়ী মাতৃভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা।

টিএমসাই(কা)-র নেতৃত্ব জানান, এই দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। চতুর্থ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হবে এবং মনিপুরী সমাজসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার আদায়ে সংগঠন সর্বাত্মকভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে বলে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 29-12-2025, 01:26